

তৈলচিত্রের ভূত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(c) গদ্যটির মূলকথা

ভূতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে বিরাজমান কুসংস্কার যে ভিত্তিহীন, লেখক এ গল্পে তা তুলে ধরেছেন। এ গল্পে তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞানবৃন্দির জয়। কুসংস্কারাচ্ছমতার কারণে মানুষ নানা অশ্রীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষকে যদি বিজ্ঞানচেতনা দিয়ে ঘটনা-বিশ্লেষণে উদ্বৃন্দি করা যায় তাহলে ঐসব বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে নগেন চরিত্রের মধ্যে ভূত-বিশ্বাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে পরাশর ভাঙ্কার বিজ্ঞানসম্মত বিচারবৃন্দির মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন নগেনের বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তিহীনতাকে।



(d) গদ্যটির শিখনফল : গদ্যটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : ভূতে বিশ্বাস যে কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন তা অনুধাবন করতে পারব। [য. বো. '১৯; ম. বো. '১৯; সি. বো. '১৮]
- শিখনফল-২ : মানুষের কুসংস্কার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব। [ঝ. বো. '১৯; য. বো. '১৭]
- শিখনফল-৩ : বিজ্ঞানচেতনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হতে পারব। [দি. বো. '১৭]
- শিখনফল-৪ : বিজ্ঞানসম্মত বিচারবৃন্দি ধারণ করার জন্য সচেষ্ট হতে পারব। [সি. বো. '১৭]
- শিখনফল-৫ : বড়দের মেহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।



(e) লেখক-পরিচিতি

পিতৃদণ্ড নাম : প্রবোধ কুমার; সাহিত্যিক নাম : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্ম তারিখ : ১৯শে মে, ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : দুমকা শহর, সাঁওতাল পরগনা, বিহার।

সাহিত্যকর্ম : উপন্যাস : দিবারাত্রির কাব্য, অহিংসা, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানন্দীর মাখি। কিশোর-উপন্যাস : মাখির ছেলে। গল্পগ্রন্থ : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প, প্রাগৈতিহাসিক। কিশোর-উপযোগী গল্প : কোথায় গেল?, জন্দ করার প্রতিযোগিতা, তিনটি সাহসী ভীরুর গল্প প্রভৃতি।

মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

(f) উৎস-পরিচিতি

'তৈলচিত্রের ভূত' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি কিশোর-উপযোগী ছোটগল্প। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এ গল্পটি।

(g) পাঠের উদ্দেশ্য

ভূতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে যে কুসংস্কার বিরাজমান, তা ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও অন্তঃসারশূন্য। বিজ্ঞানসম্মত বিচারবৃন্দির মাধ্যমে এই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সহজেই দূর করা সম্ভব। গল্পটি পড়ে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে ভয়মুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত ও সচেতন হবে।

(h) শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

নিঃশব্দ — নীরব, শব্দহীন।

নিঃসন্দেহ — নিশ্চিত, সংশয়হীন, সন্দেহমুক্ত।

নিম্নলিখিত — দাওয়াত, ভোজনে আহ্বান, আমন্ত্রণ।

- | | |
|-----------|--|
| পরলোক | — পরকাল, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা, আখেরাত। |
| বিত্তৰ্ষা | — বিরাগ, অনিচ্ছা, অরুচি, আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা। |
| অদম্য | — দমন করা যায় না এমন, অদমনীয়, অজ্ঞেয়। |
| অভূত | — বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক, আকস্মিক। |
| সঙ্গত | — উপযুক্ত, উচিত, সমীচীন। |
| শিহরণ | — কম্পন, রোমাঙ্গ, শিউরে ওঠা ভাব। |

(i) বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

নিঃশব্দ	নিঃসন্দেহ	নিম্নলিখিত	প্রেতাত্মা	অবিশ্বাস্য	আভাষণ্ণী	ক্ষিমনকাল	বিত্তৰ্ষা	নিশ্চাস	হৃৎকম্প
ভূসনা	ইতস্তত	অভূত	অৰ্প্তি	অশ্রীরী	ভত্তি	অগত্যা	অদম্য	স্থাগিত	আল্দাজ

- বি** • হ্যাঁ, রফিক সাহেব আর 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাঙ্কার উভয়কে আধুনিক মানসিকতার অধিকারী বলা যায়।
- অনেক আগে মানুষ অঙ্গতার অন্ধকারে বসবাস করত! অনেক কিছুকেই না বুঝে ভূত বলে মনে করত। ভূতে বিশ্বাস এখন আর মানুষের নেই। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান সবচেয়ে বেশি।
- উদ্দীপকে রফিক সাহেব তার ভাগনি সাহানাকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে যান। সেখানে সাহানা রাতের বেলা খোলা মাঠে হঠাতে আগুন জ্বলে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে। বিষয়টি নতুন বলে সাহানা ভয় পেয়ে যায়। মামা বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, সেটি ভূতের কাজ নয়। মাটির একপ্রকার গ্যাস যা বাতাসের সংস্পর্শে

এলে জ্বলে ওঠে। 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পে নগেন তার মামার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তেলচিত্রের ওপর হাত রাখতে গিয়ে বিদ্যুতের শককে ভূত ভেবে ভয় পায়। পরাশর ডাঙ্কার বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিতর্কের মানুষ বলে শেষে বুঝতে পারলেন যে, তেলচিত্রটি বুপার ফ্রেমে আটকানো এবং তাতে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে বলে এরূপ ঘটেছে। বিষয়টি তিনি নগেনকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। নগেন বুঝতে পারল এবং তার ভূতে বিশ্বাস দূর হলো।

• রফিক সাহেব ও পরাশর ডাঙ্কার ব্যাখ্যা দিয়ে সাহানা ও নগেনকে বোঝাতে সক্ষম হন যে ভূত বলে কিছুই নেই। তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় উভয়েই আধুনিক মানসিকতার অধিকারী।

► গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

ঢাপিকের ধারায় প্রশ্নীত

বি সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

মূলপাঠ ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 22

১. 'পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে'— উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? [চ. বো. '১৯]

ক) বিধি	খ) যোগ্যতা
গ) প্রশংসা	ঘ) তিরক্ষার
২. নগেন পরাশর ডাঙ্কারের কাছে কেন গিয়েছিল? [ক. বো. '১৯; য. বো. '১৮]

ক) ভূতের গল্প বলতে	খ) নগেনের বাড়িতে নিতে
গ) পরামর্শ চাইতে	ঘ) সাহায্য করতে
৩. 'ভূমি একটি আস্ত পর্দত নগেন!'— এ উক্তিটিকে কী প্রকাশ পেয়েছে? [চ. বো. '১৯]

ক) নিরাশা	খ) হতাশা
গ) তিরক্ষার	ঘ) ধিক্কার
৪. 'মুখে হাসির চিহ্নটুকুও নেই। চাউনি একটু উদ্ভ্রান্ত!'— নগেনের এ অবস্থা কেন হয়েছে? [চ. বো. '১৮]

ক) লজ্জায়	খ) ভয়ে
গ) আচ্ছাদনিতে	ঘ) অসুখে
৫. কখন নগেনের চুৎকম্প হতে লাগল? [ক. বো. '১৮]

ক) মামার প্রেতাভ্যার কথা ভেবে	খ) মামার ছবি স্পর্শের সময়
গ) ডাঙ্কারকে ভূতের কথা বলায়	ঘ) পুনরায় লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ভেবে
৬. লাইব্রেরি ঘরে দুটো আলো সাগিয়েছে কে? [চ. বো. '১৮]

ক) পরেশ	খ) নগেন
গ) মামা	ঘ) মামিমা
৭. নগেনের আচ্ছাদনি কীভাবে কমবে? [সি. বো. '১৮]

ক) ডাঙ্কারের পরামর্শে কাজ করলে	খ) ভক্তি শ্রদ্ধার ভান করলে
গ) ছবিতে মাথা ঠেকালে	ঘ) ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশে
৮. 'আমি কি পাগল হয়ে গেছি?'— কার উক্তি? [চ. বো. '১৭]

ক) নগেন	খ) পরেশ
গ) বাগেন	ঘ) নৃপেন
৯. তেলচিত্রটি বাঁধানো ছিল— [ঝ. বো. '১৭]

ক) বুপার ফ্রেমে	খ) তামার ফ্রেমে
গ) কাঠের ফ্রেমে	ঘ) লোহার ফ্রেমে
১০. 'পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে'— এ কথার পরাশর ডাঙ্কার কী বোঝাতে চেয়েছেন? [চ. বো. '১৭]

ক) পরেশের কৃপণতা	খ) পরেশের রাগ
গ) কাজের দক্ষতা	ঘ) বিদ্যানুরাগী

১১. 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পে কয়টা তেলচিত্রের উল্লেখ রয়েছে? [ব. বো. '১৭]

ক) ২টা	খ) ৩টা
গ) ৪টা	ঘ) ৫টা
১২. নগেনের মায়া কোন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন? [বা. বো. '১৬]

ক) ভদ্র	খ) কপট
গ) লোভী	ঘ) কৃপণ
১৩. মামার ছবি স্পর্শ করার পর নগেনের কেমন মনে হয়েছিল? [বা. বো. '১৬]

ক) বিদ্যুতের শক লেগেছে	খ) ভূতে ধাক্কা মেরেছে
গ) মামার আভ্যাস ধাক্কা দিয়েছে	ঘ) ভূমিকম্প হয়েছে
১৪. তেলচিত্র থেকে কী যেন তার ভিতর থেকে কাঁপিয়ে ভুলেছিল? [য. বো. '১৫]

ক) বিদ্যুৎ	খ) ভূত-প্রেত
গ) এসিড	ঘ) অশরীরী আভ্যাস
১৫. রাত বারোটায় পরাশর ডাঙ্কার নগেনকে কোথায় অপেক্ষা করতে বললেন? [য. বো. '১৪]

ক) বাইরের ঘরে	খ) বাড়ির সামনে
গ) লাইব্রেরিতে	ঘ) নিজ কক্ষে
১৬. পরাশর ডাঙ্কার পড়ে গেলেন কেন? [বা. বো. '১৪]

ক) বিদ্যুতের ধাক্কায়	খ) পা হড়কে
গ) ভূতের ধাক্কায়	ঘ) দুর্বলতার কারণে
১৭. নগেন লাইব্রেরিতে ঢোকার সময় আলো জ্বালেনি কারণ— [মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক) কারও ঘুম ভেঙে যাবে	খ) লাইব্রেরির সবকিছু তার চেনা
গ) কেউ যাতে তাকে না দেখে	ঘ) বিদ্যুৎ ছিল না
১৮. 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পে 'প্রেতাভ্যা' বলতে বোঝানো হয়েছে— [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক) অন্ধ অনুকরণ	খ) দেহহীন আভ্যাস
গ) কুসংস্কার	ঘ) মৃত আভ্যাস
১৯. নগেন মাঝরাতে মামার ছবিতে প্রশান্ত করতে গিয়েছিল কেন? [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক) ঘুম না আসায়	খ) ধর্মবোধ জ্ঞাত হওয়ায়
গ) একাকীভু হেতু	ঘ) মনে অনুত্তাপ জন্মানোয়
২০. মামার তেলচিত্রের প্রতি নগেনের হঠাতে ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়ে যাওয়া কেন? [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক) মোটা অঙ্কের টাকা পেয়ে	খ) মামার শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে
গ) তেলচিত্রটি সুন্দর বলে	ঘ) মামার উদার মনের পরিচয় পেয়ে

২১. 'চোখ দুটির মধ্যে ফাঁক দেড় হাত'- চোখ দুটি কী? [ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
 ক) ক) দুটি বাহু
 ক) গ) ডয়ের চোখ
 ২২. বুপার ক্ষেত্রে নিচে কাঠ থাকার কারণে কী হয়েছিল? [নাটোর সরকারি বাসিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 ক) বিদ্যুৎ দেওয়ালে যেতে পারেনি
 খ) বৈদ্যুতিক শক লেগেছে
 গ) তেলচিত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে
 ঘ) ক্ষেত্রের সুরক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে
 ২৩. বৈদ্যুতিক শক থেরে পরাশর ডাঙ্কার কত মিনিট চোখ বুজে ছিলেন? [মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; গড়.মডেল গার্লস হাই স্কুল, ভাক্ষণবাড়িয়া]
 ক) ৪
 খ) ৫
 গ) ৬
 ঘ) ৭
 ২৪. চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল কে? [বীণাপালি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]
 ক) নগেন
 খ) পরাশর
 ক) বামুন
 খ) ছোটন
 ২৫. পরাশর ডাঙ্কার রাত কয়টায় নগেনদের বাড়ি আসেন?
 [বীণাপালি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]
 ক) ১০টায়
 খ) ১১টায়
 গ) ১২টায়
 ঘ) ০১টায়
 ২৬. পরাশর ডাঙ্কার সাইব্রেরিতে কী করছিলেন?
 ক) বই পড়ছিলেন
 খ) ছবি আঁকছিলেন
 গ) চিঠি লিখছিলেন
 ঘ) গবেষণা করছিলেন
 ২৭. নগেনের চাউলি কেমন?
 ক) কটু
 খ) বাকা
 গ) খারাপ
 ঘ) উদ্ব্রান্ত
 ২৮. নগেনের মামার শ্রান্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল—
 ক) এক মাস আগে
 খ) দুই মাস আগে
 গ) তিন মাস আগে
 ঘ) চার মাস আগে
 ২৯. ছেলেবেলা থেকে নগেন কোথায় মানুষ?
 ক) চাচাবাড়িতে
 খ) মামাবাড়িতে
 ক) হোস্টেলে
 খ) নিজের বাড়িতে
 ৩০. জীবিত থাকতে নগেন তার মামার কাছ থেকে লাভ করেছে—
 ক) আদর-আপ্যায়ন
 খ) মেহ-মমতা
 গ) অনাদর-অবহেলা
 ঘ) ভালোবাসা-আন্তরিকতা
 ৩১. প্রথমবার রাত কয়টায় নগেন মামার তেলচিত্রে প্রণাম করতে যায়?
 ক) দুইটায়
 খ) তিনটায়
 গ) চারটায়
 ঘ) পাঁচটায়
 ৩২. মামা নগেনকে কী পরিমাণ টাকা দিয়ে গেছেন? নিজের ছেলেদের—
 ক) সমান
 খ) প্রায় সমান
 ক) চেয়ে বেশি
 খ) চেয়ে কম
 ৩৩. নগেন মামার কোন বিষয়টি কল্পনাও করেনি?
 ক) কৃপণতা
 খ) অলসতা
 গ) উদারতা
 ঘ) হিংসা
 ৩৪. মামার জন্য কখন নগেনের মন শ্রদ্ধাভক্তিতে ভরে যায়?
 ক) মৃত্যুর পর
 খ) মৃত্যুর আগে
 গ) মৃত্যুর অবস্থায়
 ৩৫. মৃত্যুর পর মামাকে নগেন কেমন মানুষ মনে করেছে?
 ক) দানবের মতো
 খ) ঝুঁঝির মতো
 গ) দেবতার মতো
 ঘ) অমানুষের মতো
 ৩৬. সাইব্রেরিটি কার আমলের?
 ক) নগেনের মামার
 খ) নগেনের দাদামশায়ের
 গ) নগেনের বাবার

৩৭. সাইব্রেরি সম্পর্কে কার বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না?
 ক) নগেনের
 খ) নগেনের ভায়ের
 গ) নগেনের মামির
 ৩৮. মামার ছবিটি কী ক্ষেত্র দিয়ে বাঁধানো ছিল?
 ক) বুপার
 খ) কাঠের
 গ) সোনার
 ঘ) পিতলের
 ৩৯. সাইব্রেরি আলমারিগুলোর মূল্য কেমন?
 ক) দামি
 খ) অল্প দামি
 ৪০. একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি টাঙ্গানো তেলচিত্র হলো নগেনের—
 ক) দাদামশায় ও মামার
 খ) পিসিও মামার
 ৪১. মামা তেলচিত্রটি কার নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে আঁকানো হয়েছিল?
 ক) দাদামশায়ের
 খ) ব্রয়ং মামার
 ৪২. চোখ মেলে পরাশর ডাঙ্কার কত মিনিট তেলচিত্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন?
 ক) মিনিট খানেক
 খ) মিনিট তিনেক
 ৪৩. দিনের বেলা ভূতের অস্তিত্ব অনুশ্যান, কারণ—
 ক) ভূত দিনের আলো ভয় পায়
 খ) দিনের বেলা ভূত ঘুমিয়ে থাকে
 গ) দিনে মানুষের আনাগোনা বেশি
 ঘ) দিনে বিদ্যুতের সুইচ অফ থাকে
 **শব্দার্থ ও টীকা ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 27**
 ৪৪. 'মটকা' শব্দের অর্থ কী? [সি. বো. '১৭]
 ক) মাটির তৈরি গামলা
 খ) মৃতের মতো পড়ে থাকা
 গ) রেশমের মোটা কাপড়
 ঘ) সুতির মোটা কাপড়
 ৪৫. 'অনুভাপ' শব্দের অর্থ কোনটি? [ঘ. বো. '১৬]
 ক) পরিভাপ
 খ) গড়িমসি
 ৪৬. কোনটি 'খাপছাড়া' শব্দটির অর্থ থেকে ভিন্নার্থক?
 ক) খাচাবিহীন
 খ) বেমানান
 গ) অসংলগ্ন
 ঘ) এলোমেলো
 ৪৭. 'উইল' শব্দের অর্থ কী?
 ক) করাজ
 খ) দান
 গ) শেষ ইচ্ছেপত্র
 ঘ) চিঠি
 **পাঠের উদ্দেশ্য ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 28**
 ৪৮. 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য— [জ. বো. '১৬; কু. বো. '১৫]
 ক) পাঠকদের নিছক আনন্দ দান
 খ) ভৌতিক পরিবেশ তৈরি
 গ) শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করা
 ঘ) অলৌকিক ঘটনা অবতারণা করা
 ৪৯. ভূতবিশ্বাসকে এক কথায় কী নামে অভিহিত করা যায়—
 ক) সচেতন চেতনা
 খ) বিজ্ঞানবাদী মতবাদ
 গ) কুসংস্কার
 ঘ) মৌলিক চিন্তা
 ৫০. ভূতের মতো অন্ধ অনুভূতিকে কীভাবে দূর করা যায়?
 ক) বিজ্ঞানের সত্যকে কাজে লাগিয়ে
 খ) মানুষের মগজ ধোলাই করে
 গ) সংক্ষারকে জিইয়ে রেখে
 ঘ) অলৌকিক ক্ষমতায় আম্বা স্থাপন করে

পাঠ-পরিচিতি ▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা 28

৫১. নগেনের তৈলচিত্রিকে প্রেতাজ্ঞা মনে করার কারণ কী? [সি. বো. '১৬]
 ① প্রাচীন ধ্যানধারণা ④ আধুনিক ধ্যানধারণা
 ② বৃক্ষির অপ্রতুলতা ⑤ জ্ঞানের গভীরতা
৫২. শায়লা সম্প্রদায়ের ছাদে পিয়ে হঠাতে অজ্ঞান হয়ে পড়লে শাশুড়ি বলেন, বউমাকে ভূতে ধরেছে। শায়লার শাশুড়ির মানসিকতায় 'তৈলচিত্রের ভূত' গঁরের কোন বিশেষ দিকটি প্রতিক্রিয়া হয়েছে? [দি. বো. '১৬]
 ① অজ্ঞতা ④ ব্যাকুলতা
 ② কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ⑤ বাস্তব জ্ঞানের অভাব
৫৩. 'তৈলচিত্রের ভূত' গঁরে লেখক নগেন চরিত্রের মধ্যে কীসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন? [চ. বো. '১৫]
 ① ভূত বিশ্বাসের ④ কুসংস্কারের
 ② কাল্পনিকতার ⑤ বিজ্ঞান বৃক্ষিক
৫৪. 'তৈলচিত্রের ভূত' গঁরে প্রাধান্য পেয়েছে— [ব. বো. '১৮]
 ① বিজ্ঞানবৃক্ষি ④ কুসংস্কার
 ② ভয় ⑤ নির্বৃক্ষিতা
৫৫. 'তৈলচিত্রের ভূত' গঁরে কার মাধ্যমে ভূতবিশ্বাসের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে?
 ① পরাশর ডাক্তার ④ খগেন
 ② নগেন ⑤ পরেশ
৫৬. কোন চরিত্রের মাধ্যমে অশ্রীরী অস্তিত্বে বিশ্বাসের ভিত্তিকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?
 ① পরাশর ডাক্তার ④ খগেন
 ② নগেন ⑤ পরেশ
৫৭. 'তৈলচিত্রের ভূত' গঁটটি কী জাতীয় ছেটগঁস?
 ① বয়ঝদের উপযোগী ④ কিশোর উপযোগী
 ② তরুণীদের উপযোগী ⑤ শিশুদের উপযোগী
- লেখক-পরিচিতি ▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা 29
৫৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম সাল কোনটি? [দি. বো. '১৭]
 ① ১৯০৬ খ্রি. ④ ১৯০৭ খ্রি.
 ② ১৯০৮ খ্রি. ⑤ ১৯০৯ খ্রি.
৫৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
 ① চবিশ পরগনার যুরাতিপুরে ④ চবিশ পরগনার মাছিমপুরে
 ② সাওতাল পরগনার দুমকায় ⑤ রাঢ়বঙ্গের লাতপুর গ্রামে
৬০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি কোথায় ছিল?
 ① কলকাতায় ④ যশোর
 ② বিক্রমপুর ⑤ মহেশখালি
৬১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম—
 ① হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ④ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
 ② গুরাপঞ্জির বন্দ্যোপাধ্যায় ⑤ প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬২. 'দিবারাত্রির কাব্য' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন ধরনের রচনাপুরুষ. [বো. '১৬]
 ① কাব্যগ্রন্থ ④ উপন্যাস
 ② ছেটগঁস ⑤ কিশোর উপযোগী গল্প
৬৩. 'পদ্মানন্দীর মাঝি' উপন্যাসের লেখক কে? [নাটোর সরকারি বাদিক উচ্চ বিদ্যালয়]
 ① বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ④ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
 ② শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ⑤ বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প কত সালে ছাপা হয়?
 ① ১৯২৬ ④ ১৯২৭
 ② ১৯২৮ ⑤ ১৯২৯
৬৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে?
 ① দিবারাত্রির কাব্য ④ অহিংসা
 ② পুতুলনাচের ইতিকথা ⑤ পদ্মানন্দীর মাঝি

৬৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বিষয়ের ছাত্র ছিলেন?
 ① গণিত ④ সাহিত্য
 ② বিজ্ঞান ⑤ দর্শন

৬৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনোযোগী ছিলেন মানুষের—
 ① মন বিশেষণে ④ দেহধর্ম বিশেষণে
 ② আধ্যাত্মিকতা অনুসন্ধানে ⑤ ধর্মদর্শনে

৬৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় শেষ নিষ্পাস ত্যাগ করেন?
 ① বিক্রমপুরে ④ দুমকায়
 ② ঢাকায় ⑤ কলকাতায়

৬৯. নিচের কোনটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস?
 ① তিতাস একটি নদীর নাম ④ পদ্মানন্দীর মাঝি
 ② অনেক দিনের আশা ⑤ দুই হৃদয়ের তীর
৭০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
 [ডেলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭১. 'পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে' — পরাশর ডাক্তারের এ কথায় রয়েছে— [সি. বো. '১৬; সি. বো. '১৫]
 i. উপহাস
 ii. তাচ্ছল্য
 iii. প্রতিহিংসা

৭২. নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ④ i ও iii ⑦ ii ও iii ⑩ i, ii ও iii

৭৩. 'তৈলচিত্রের ভূত' গঁরের শিক্ষণীয় বিষয় হলো— [ব. বো. '১৬]
 i. সম্পর্কের অন্তঃসারাশূন্যতা তুলে ধরা
 ii. বিজ্ঞানসম্মত বিচারবৃক্ষি খাটিয়ে সমস্যা সমাধান
 iii. সমাজের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

৭৪. নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ④ i ও ii ⑦ iii ⑩ ii ও iii

৭৫. নগেনের মামার প্রতি ভক্তি-শৰ্ম্মা বেড়ে যাওয়ার কারণ— [দি. বো. '১৬]
 i. লোভ
 ii. অনুত্তাপ
 iii. আত্মপ্লানি

৭৬. নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ④ i ও iii ⑦ ii ও iii ⑩ i, ii ও iii

৭৭. 'তৈলচিত্রের ভূত' গঁরে প্রকাশ পেয়েছে নগেনের— [জ. বো. '১৫; সকল বোর্ড '১২]
 i. অজ্ঞানতা
 ii. বিচারবৃক্ষিহীনতা

৭৮. নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ④ i ও iii ⑦ ii ও iii ⑩ i, ii ও iii

৭৯. মাঝরাতে নগেন মামার ছবি ছুঁতে গিয়েছিল— [ডিকারুনিসা নূন কুল এড কলেজ, ঢাকা]
 i. অনুত্তাপ জাগায়
 ii. আত্মপ্লানি কমাতে

৮০. নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ④ i ও iii ⑦ ii ও iii ⑩ i, ii ও iii

৮১. উদ্ভ্রান্ত শব্দের অর্থ— [ন্যাশনাল আইডিয়াল কুল, ঢাকা]
 i. বিহুল
 ii. দিশেহারা

৮২. নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ④ i ও iii ⑦ ii ও iii ⑩ i, ii ও iii

৮৩. হতজ্ঞান
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ④ i ও iii ⑦ ii ও iii ⑩ i, ii ও iii

৮৪. উদ্ভ্রান্ত শব্দের অর্থ— [ন্যাশনাল আইডিয়াল কুল, ঢাকা]
 i. হতজ্ঞান
 ii. অহিংসা

৮৫. নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ④ i ও iii ⑦ ii ও iii ⑩ i, ii ও iii

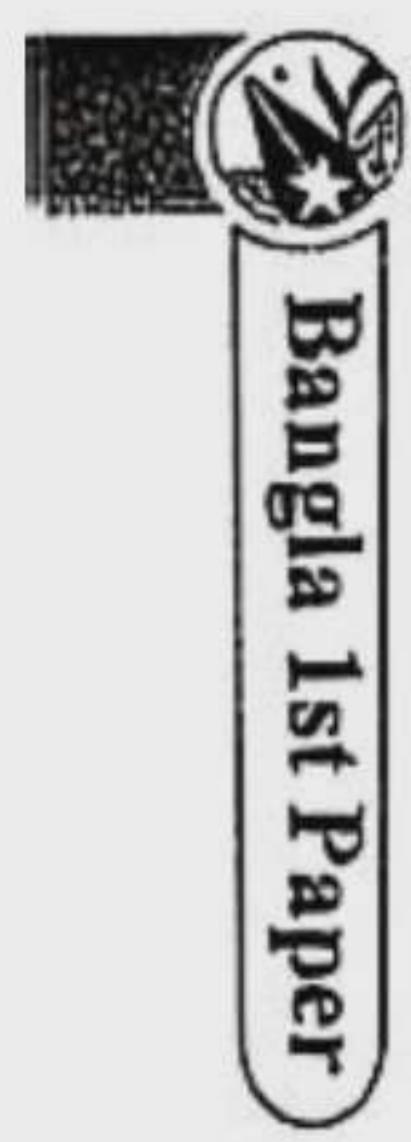
বাংলা প্রথম পত্র ► সাহিত্য-কণিকা

৭৭. নগেনের যে বিষয়গুলো ছবির কাছে বারবার টেনে নিয়েছে—
[বিদ্যুৎসন্মী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
- শ্রদ্ধা
 - অনুশোচনা
 - কৌতৃহল
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক** ⑤ i. ii ⑥ i. iii ⑦ ii. iii ⑧ i. ii. iii
৭৮. নগেনের মামার লাইব্রেরিতে ছিল—
[পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; বাগেরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- বই
 - তেলচিত্র
 - ছবি
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক** ⑤ i. ii ⑥ i. iii ⑦ ii. iii ⑧ i. ii. iii
৭৯. ভর্সনা শব্দের অর্থ—
- তিরক্ষার
 - ধূমক
 - নিন্দা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক** ⑤ i. ii ⑥ i. iii ⑦ ii. iii ⑧ i. ii. iii
৮০. 'মামার অসৌজন্য আচরণ বেচারি চিরকাল পেয়ে এসেছে।' বাক্যাংশটিতে 'বেচারি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—
- করুণ প্রকাশে
 - অসহায়ার্থে
 - তৃষ্ণার্থে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক** ⑤ i. ii ⑥ i. iii ⑦ i. iii ⑧ i. ii. iii
৮১. বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারবৃন্দি দিয়ে দূর করা যায়—
- প্রচলিত কুসংস্কার
 - আচ্ছাদন ও অহমিকা
 - অন্ধবিশ্বাস
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক** ⑤ i. ii ⑥ i. iii ⑦ i. iii ⑧ i. ii. iii
৮২. 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পে প্রকাশ করা হয়েছে—
- বিজ্ঞানবৃন্দির জরু
 - যুক্তিবাদের সাফল্য
 - অন্ধবিশ্বাসে আনুগত্য
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক** ⑤ i. ii ⑥ i. iii ⑦ i. iii ⑧ i. ii. iii

ক অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৮৩. উদ্দীপকটি পড়ে ৮৩ ও ৮৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিপন শ্যামান ঘাট থেকে রাতে বাড়ি ফেরার পথে সাদা কাপড় পরা কী একটা দাঢ়িয়ে থাকতে দেখে তখনে সেখানেই অঙ্গান হয়ে যায়। ডাঙ্কার তাকে জগান ফেরানোর পর সাথে নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখে একটা কলা গাছে শুকনো পাতা ঝুলছে যা রাতের বেলা আলো পড়ে সাদা মনে হয়েছিল। [সি. বো. '১৯]
৮৩. উদ্দীপকের শিপন 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে?
- ক** ⑤ পরাশর ডাঙ্কার ⑥ পরেশ
গ ⑦ নগেন ⑧ নগেনের মামা
৮৪. উক্ত সাদৃশ্যের কারণ—
- কুসংস্কারাচ্ছন্দতা
 - বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব
 - শিক্ষার অভাব
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক** ⑤ i. ii ⑥ i. iii ⑦ ii. iii ⑧ i. ii. iii

৮৫. উদ্দীপকটি পড়ে ৮৫ ও ৮৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
শায়লা যষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে, একদিন সে রাতে টেবিলে বসে বই পড়ছিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে সাথে সাথে সে চিন্তার দিলে সবাই ভয় পেয়ে যায়। বিদ্যুৎ এলে সবাই লক্ষ করে উপর থেকে একটা মাকড়সা ঝুলে তার গায়ে পড়েছে। [সি. বো. '১৯]
৮৫. উদ্দীপকের ঘটনাটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন রচনার সাথে মাদ্দ্যপূর্ণ?
- ক** অতিথির স্মৃতি ⑥ তেলচিত্রের ভূত
ধ ভাব ও কাজ ⑦ সুখী মানুষ
৮৬. শায়লার ভয় পাওয়ার কারণ হলো—
- বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যের অভাব
 - কুসংস্কারে বিশ্বাস করা
 - বিজ্ঞানসম্বন্ধে বিচারবৃন্দির অভাব
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক** ⑤ i. ii ⑥ i. iii ⑦ ii. iii ⑧ i. ii. iii
৮৭. উদ্দীপকটি পড়ে ৮৭ ও ৮৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
জিসান পরীক্ষার দিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে গাড়িতে হঠাৎ তার বাম হাতে আঘাত পেল। সে ভাবল, আজ তার পরীক্ষা তালো হবে না। অথচ সেদিনের পরীক্ষাই তার খুব তালো হয়েছে। [সি. বো. '১৮]
৮৭. উদ্দীপকের জিসানের ভাবনা 'তেলচিত্রের ভূত' রচনায় নগেন চরিত্রের কোন দিকটিকে তুলে ধরে?
- ক** অনুত্তাপ ⑥ কুসংস্কারাচ্ছন্দতা
ধ কল্পনাবিলাস ⑦ সংকোচবোধ
৮৮. উক্ত দিক নগেনকে—
- প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী করেছে
 - আত্মপ্রান্তে ভুগিয়েছে
 - বিচার-বৃন্দিহীন বানিয়েছে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক** ⑤ i. ii ⑥ i. iii ⑦ ii. iii ⑧ i. ii. iii
৮৯. উদ্দীপকটি পড়ে ৮৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
কয়েকদিন থেকে গভীর রাতে জাহিদের ঘূম ভেঙে যায়। মনে হয় অন্ধকার ঘরে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। বাতি জুলালেই হাঁটাহাঁটি থেমে যায়। ঘরে আবার ভূত এলো কি— এই ভয় তাকে পেয়ে বসে। [য. বো. '১৭]
৮৯. উদ্দীপকের জাহিদের সাথে 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?
- ক** পরেশ ⑥ পরাশর ডাঙ্কার
গ নগেন ⑦ নগেনের মামি
৯০. উদ্দীপকটি পড়ে ৯০ ও ৯১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহিম ফুটবল খেলে রাতে বাড়ি ফেরার পথে টাঁদের আলোতে বাঁশবাড়ের পাতা চিকচিক করতে দেখে ভূত মনে করে বাড়িতে এসে অঙ্গান হয়ে যায়। তার শিক্ষক মানিক চৌধুরী তাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানোর চেষ্টা করেন। তার ব্যাখ্যায় রহিম ব্যাপারটি বুঝতে পারে। [কু. বো. '১৭]
৯০. শিক্ষক মানিক চৌধুরীর চরিত্রটি 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?
- ক** পরেশ ⑥ পরাশর ডাঙ্কার
ধ মামি ⑦ মামা
৯১. প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রটিতে উপস্থিত—
- বিজ্ঞানসম্বন্ধে বিচারবৃন্দি
 - কুসংস্কারমুক্ত মানসিকতা
 - জ্ঞানের অন্তঃসারশূন্যতা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক** ⑤ i. ii ⑥ i. iii ⑦ ii. iii ⑧ i. ii. iii



► গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রক্ষেপ ও উত্তর



শিখনফলের ধারায় প্রচীত



পৃষ্ঠা ০১ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০১৯

সদ্য বিবাহিত মনির সাহেবে নতুন বাসায় উঠলে পাশের বাসার হাশেম
সাহেবে বললেন, “এ ঘরে ডৃত আছে, রাতে নানান রকম শব্দ হয়,
আপনি এ বাসায় কীভাবে থাকবেন?” এসব শুনে তিনি ভয় পেয়ে
যান। রাতে ঘুমাতে গিয়ে হাশেম সাহেবের কথার সত্যতা মিলে।
পরদিন কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারেন ওপরের তলার
নানা বয়সী তিনটি বাচ্চা গভীর রাত পর্যন্ত খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকে। এ
শব্দগুলিকেই সবাই ডৃত মনে করে ভয় পেত।

- ক. কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্য পরেশ বাপের ছবিতে কী এনে দেড়েছে? ১

খ. “মিথ্যা গল্ল বানিয়ে তাকে শোনাবার ছেলে যে নগেন নয়”—
ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের হাশেম সাহেবের সাথে ‘তেলচিরের ভূত’ গল্পের
কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের মনির সাহেব এবং ‘তেলচিরের ভূত’ গল্পের
পরাশর ডাক্তার বিজ্ঞানমন্ত্র ব্যক্তি।”— বিশ্লেষণ কর। ৪

୧୯୯୫ ପ୍ରକାଶନ ଉତ୍ସବ

► ଶିଖନକଳ ୧

ক • কিছু পরসা বাঁচানোর জন্য পরেশ বাপের ছবিতে ডৃত এনে ছেড়েছে।

- | | | | | |
|------|--|---|--------------------------------------|---|
| ১৭. | যীতুর ভয় পাওয়ার কারণ কী? | i. মৃত আত্মার কারসাজি
ii. কুসংস্কার
iii. অজ্ঞতা | নিচের কোনটি সঠিক? | <input checked="" type="radio"/> i ও ii <input type="radio"/> i ও iii <input checked="" type="radio"/> ii ও iii <input type="radio"/> i, ii ও iii |
| গ | উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও: | আজ সানির জেএসসি পরীক্ষা। মা তাকে সকালে ডিম ও কলা খেতে দিল না। | [পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়] | |
| ১৮. | যায়ের ধারণাটি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কার চিত্তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? | <input checked="" type="radio"/> পরেশ <input type="radio"/> নগেন
<input checked="" type="radio"/> মামা <input type="radio"/> পরাশর ডাঙ্গার | | |
| ধ | উন্নত সাদৃশ্যের ডিতি— | i. কুসংস্কারে বিশ্বাস
ii. বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব
iii. বিচার-বুদ্ধির অভাব | নিচের কোনটি সঠিক? | <input checked="" type="radio"/> i ও ii <input type="radio"/> i ও iii <input checked="" type="radio"/> ii ও iii <input type="radio"/> i, ii ও iii |
| য | উদ্দীপকটি পড়ে ১০০ ও ১০১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও: | প্রবল ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ছলিম শেখ মাঠে হাল চষছিল। এক পর্যায়ে অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি বিখ্যাত হাওড়া গাছটির নিচে আশ্রয় নিতে ছেটেন। কিন্তু পৌছতে না পৌছতেই বজ্জপাতে তার মৃত্যু হয়। গ্রামের লোকজন পরে ছলিম শেখের মৃতদেহ দেখে রাস্তা করে বলে যে, হাওড়া গাছটির বুড়ো ছলিমকে ঘাড় মটকে মেরে ফেলেছে। | | |
| ১০০. | উদ্দীপকে গল্পের নগেন হয়ে দেখা দিয়েছে— | <input checked="" type="radio"/> গ্রামের জনগণ <input type="radio"/> ছলিম শেখ
<input checked="" type="radio"/> হাওড়া গাছ <input type="radio"/> আকাশের বজ্জ | | |
| ক | উদ্দীপকের জনগণ ও 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেন— | i. কুসংস্কারাচ্ছন্ন
ii. বিজ্ঞানমনস্ক
iii. বিচারবুদ্ধিহীন | নিচের কোনটি সঠিক? | <input checked="" type="radio"/> i ও ii <input type="radio"/> i ও iii <input checked="" type="radio"/> ii ও iii <input type="radio"/> i, ii ও iii |
| ১০১. | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| ব | | | | |

- ব** • পরাশর ডাক্তার নগেনকে আগে থেকে চিনতেন বলেই তিনি বিশ্বাস করলেন যে, নগেন মিথ্যে বানোয়াট গল্ল শোনানোর হেলে নয়।

• পরাশর ডাক্তার দুই মাস আগে নগেনের মায়ার শান্তির নিয়ন্ত্রণ রাখতে গিয়ে নগেনকে দেখেন। তখন নগেন হাসিখুশি ঘোটাসোটা তেল চকচকে ছিল। কিন্তু বর্তমানে তার অবস্থা খুব কাহিল। চামড়া পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, মুখে হাসির চিহ্নটুকুও নেই। চাউনি উদ্ধৃত, কথা বলার ভঙ্গিও খাপছাড়া। তাই নগেন যখন চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কাহিনি পরাশর ডাক্তারকে শোনায় তখন ডাক্তার চিন্তা করেন কিছু একটা অবশ্যই ঘটেছে। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন নগেন মিথ্যে বানোয়াট গল্ল শোনানোর হেলে নয়।

গ • উদ্বীপকের হাশেম সাহেবের সঙ্গে 'তেলচিত্রের ভূত' গল্লের নগেন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

• শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে মানুষ কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাদের অহেতুক বিশ্বাস লক্ষ করা যায়। এমনই একটি বিশ্বাস হচ্ছে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস। প্রৃথিবীতে ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই।

০ উদ্বীপকে হাশেম সাহেবের ভূতে বিশ্বাস ও ভূতের ভয়ের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে হাশেম সাহেব তার প্রতিবেশী মনির সাহেবকে ভূত সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেছেন— 'এ ঘরে ভূত আছে, রাতে নানান রকম শব্দ হয়, আপনি এ বাসায় কীভাবে থাকবেন?' উদ্বীপকের হাশেম সাহেবের এ বিশ্বাস 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্লের নগেনের ভূতে বিশ্বাসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ গল্লে নগেনও মামার তৈলচিত্রে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে গিয়ে ধাকা খেয়ে তা ভূতের কারসাজি মনে করেছে। নগেন শিক্ষিত হলেও সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণার কারণে এ বিষয়ে সচেতন নয়। অনুরূপভাবে হাশেম সাহেব শহরের বাসায় থাকলেও কুসংস্কারে বিশ্বাসী। এ দিক থেকে উদ্বীপকের হাশেম সাহেব 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্লের নগেনের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র।

ঘ. ০ "উদ্বীপকের মনির সাহেব এবং 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্লের পরাশর ডাঙ্কার বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবে এখনো অনেকে ভূতে বিশ্বাস করে। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসই এর জন্য দায়ী। তাই কুসংস্কারচ্ছন্ন, অজ্ঞ মানুষেরা ভূতে বিশ্বাস করলেও আধুনিক মানসিকতা-সম্পর্ক সচেতন ব্যক্তিরা তা বিশ্বাস করে না।

০ 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্লে পরাশর ডাঙ্কার আধুনিক মানসিকতার ধারক ও বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি। তিনি ভূত-প্রেত কিংবা অশরীরী আত্মায় বিশ্বাস করেন না। তাই নগেন ভূতে বিশ্বাস করে অসুস্থ হয়ে পড়ে পরাশর ডাঙ্কারের কাছে সব ঘটনা বললে তিনি গভীরভাবে বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন। পরে সেই ঘরে গিয়ে রূপার ক্রমে বাঁধানো তৈলচিত্রে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাতেই নগেনের শক খাওয়ার বিষয়টি আবিষ্কার করেন। গল্লে পরাশর ডাঙ্কারের এই বিজ্ঞানমনস্কতা ও সচেতনতাবোধের বিষয়টি উদ্বীপকের মনির সাহেবের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্বীপকে হাশেম সাহেবের কথা শুনে মনির সাহেব ভয় পেলেও ঘরে ভূত আছে কি না সেই বিষয়টি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তিনি অনুসন্ধান চালিয়ে জেনেছেন যে, তার বাসার ওপরের তলায় নানা বয়সী তিনটি বাচ্চা গভীর রাত পর্যন্ত খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে। তাদের শব্দকেই এত দিন সবাই ভূত মনে করে ভয় পেত।

০ 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্লে নগেন রূপার ক্রমে বাঁধানো মামার ছবি ছুঁয়ে বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেনি। সব শুনে এবং অনুসন্ধান করে পরাশর ডাঙ্কার বিষয়টি নগেনকে বুঝিয়ে দেন। উদ্বীপকের মনির সাহেবও ওপর তলার তিনটি বাচ্চার রাতে খেলা করার ফলে শব্দকে যে হাশেম সাহেব ভূত মনে করে ভুল করেছেন তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এসব দিক বিচারে প্রশ্নোত্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩২ বিষয় : দেয়ালের তৈলচিত্র।

আবদুল চাচা এই সময় বলে, এই বাড়ির কাচারিঘরে রাজার একটি ছবি রয়েছে, দেখবেন?

হ্যা, অবশ্যই।

কাচারিঘরের দিকে এগোয় অমি। দেয়ালে একটা বিরাট তৈলচিত্র। একটু আগে যে আইসক্রিম অদার সঙ্গে অমি কথা বলছিল হুবহু সেই চেহারা। শুধু ছবির লোকটার পরনে রাজকীয় পোশাক।

[তথ্যসূত্র : অমি ও আইসক্রিম ছলা— ফরিদুর রেজা সাগর।]

ক. মানিক বন্দেয়াপাধ্যায় কোথায় মারা যান? ১

খ. নগেন মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে গেল কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্বীপকের দেয়ালের তৈলচিত্রে সঙ্গে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্লের কোন বিষয়টির সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সাদৃশ্য ধাকলেও উদ্বীপকটি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্লের সমগ্র ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।"— মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

ক. • মানিক বন্দেয়াপাধ্যায় কলকাতায় মারা যান।

খ. • নগেন অনুশোচনায় তাড়িত হয়ে মামার তৈলচিত্র ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল।

০ নগেনের মামা ধনী হলেও বেশ কৃপণ ছিলেন। তাই মনে মনে নগেন তাকে প্রায়ই যমের বাড়ি পাঠাত। কিন্তু মামার মৃত্যুর পর নগেন জানতে পারল যে তিনি নিজের ছেলেদের সমান টাকাকড়ি তার জন্য উইল করে রেখে গেছেন। এতে মামার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তার মন ভরে উঠল এবং মনে অনুশোচনার জন্ম নিল। তাই সে আত্মপ্লানি কমানোর জন্য মামার তৈলচিত্র ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল।

গ. • উদ্বীপকের দেয়ালের তৈলচিত্রের সঙ্গে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্লে বর্ণিত নগেনের মামার তৈলচিত্রের বিষয়টির সাদৃশ্য আছে।

০ একটি গল্ল নানা বিষয় নিয়ে আবর্তিত হয়। তৈলচিত্র বা তেলরঙে আৰু ছবিও অনেক গুরুত্ব বহন করে গল্লের আবহে। একটি তৈলচিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত হতে পারে গল্ল বা কবিতাও।

০ উদ্বীপকে একটি তৈলচিত্রের কথা বলা হয়েছে। তৈলচিত্রটি কাচারিঘরের দেয়ালে লাগানো রয়েছে। তৈলচিত্রটি রাজার। যার সঙ্গে অমি একটু আগে কথা বলেছে। তিনি হুবহু আইসক্রিমওয়ালার মতো। ছবিটি একটি ভৌতিক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্লেও নগেনের মামার একটি তৈলচিত্রের কথা বলা হয়েছে। আর তৈলচিত্রটি খোলানো ছিল নগেনের দাদা মশায়ের আমলের লাইব্রেরির দেয়ালে। নগেনের মামার মৃত্যুর পর তৈলচিত্রটি রূপার ক্রমে বাঁধানো হয়েছিল। নগেনের মামার এই তৈলচিত্রটিকে ঘিরেই আবর্তিত হয় গল্লের পরিধি। তাই বলা যায়, গল্লে বর্ণিত নগেনের মামার তৈলচিত্রের সঙ্গে উদ্বীপকের তৈলচিত্রের বিষয়টির সাদৃশ্য আছে।

ঘ. • "সাদৃশ্য ধাকলেও উদ্বীপকটি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্লের সমগ্র ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ মানুষকে বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণে সচেতন করে তুলতে সাহিত্যের ছেটগল্লেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। মানুষ সঠিক শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে নানা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে। একমাত্র বিজ্ঞানই মানুষকে সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করতে শেখায়।

০ উদ্বীপকে কাচারিঘরের দেয়ালে থাকা একটি বিরাট তৈলচিত্রের কথা বলা হয়েছে। তৈলচিত্রের সোকটার পরনে ছিল রাজকীয় পোশাক এবং লোকটি দেখতে আইসক্রিমওয়ালার মতো। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্লেও তৈলচিত্রের প্রসঙ্গ এসেছে। এই তৈলচিত্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে গল্লের কাহিনি। গল্লে কুসংস্কারের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। নগেনের ভূতের ভয়কে পরাশর ডাঙ্কার অন্ধের মতো মেনে নেননি। বরং যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিবেচনা করে কুসংস্কার ও ভুল ধারণা প্রমাণ করেছেন। কুসংস্কারে বিশ্বাসী নগেন মামার ছবিতে প্রণাম করতে গিয়ে বৈদ্যুতিক শক পায়। যেটাকে সে ভূতের কাজ বলে মনে করেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পর্ক পরাশর ডাঙ্কার যুক্তি দিয়ে, প্রমাণ দিয়ে নগেনের তৈলচিত্রের ভূতের ভ্রান্ত ধারণা ভাড়িয়ে দিয়েছেন।

০ 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্লে নগেনের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনই লেখক পরাশর ডাঙ্কারের যুক্তিবাদী মন ও বিজ্ঞানমনস্কতাও প্রকাশ পেয়েছে। কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে গল্লে বিজ্ঞানের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উদ্বীপকে বর্ণিত দেয়ালের তৈলচিত্র গল্লের সামগ্রিকতা ফুটিয়ে তুলতে পারে না। তাই বলা যায়, প্রশ্নোত্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩৩ বিষয় : সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার।

সব একসঙ্গে মনে পড়লো। ভূতের নাকি সন্ধে রাতে মানুষের আদাপ শুনে রেখে ভোর রাতে ডেকে নিয়ে চলে যায়। অন্ধকারে ঐরকম ডেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক সময় ঘাড় মটকে দেয়। ...

আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমা বললেন, না বাপু তোমার এই আজগুবি কথা শোনবার মতো সময় নেই আমার। তোমার চাচাকে বলো। ছোট চাচাকে জিজ্ঞেস করলো তো ছোট চাচা এক কথায় বলে দিলো, আমাদের বাগানে ভূত থাকবে না তো আর কোথায় থাকবে! ইয়ার্কি নাকি! কতো পুরোনো আর কতো বড় আমাদের বাগান।

- ছোট চাচার কথার ঢং দেখে বিনকুর রাগ হয়। তার যে কী দুচ্ছিমা তাতো আর কেউ বুঝতে চাইবে না। দিনের বেলা পড়ার টেবিলে, ইঞ্জিনের মাঠে, পার্কে খেলতে যাবার সময়— সর্বক্ষণ ঐ ভূতের চিন্তাটা থেকে থেকে ওর মনের মধ্যে হানা দিয়ে ফিরতে লাগলো। ১
 ক. ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লে কার শরীর ঘনঘন করে উঠল? ১
 খ. নগেন জ্ঞান হারিয়েছিল কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
 গ. উদ্দীপকের বিনকু ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. “মিল থাকলেও উদ্দীপকের মূলভাব এবং ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের মূলভাব এক নয়।”— মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

- ক. • ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লে নগেনের সমস্ত শরীর ঘনঘন করে উঠল।
 খ. • নগেন বৈদ্যুতিক শক পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল।
 গ. • নগেন নিজের হীন মনোভাবনার জ্ঞান ক্ষমা চাইতে তার মৃত মামার তৈলচিত্রের কাছে যায়। এ সময় তৈলচিত্রটি স্পর্শ করতেই বৈদ্যুতিক শকে নগেন মাটিতে পড়ে যায়। মাটিতে পড়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এভাবে নগেন বৈদ্যুতিক শক পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল।
 ঘ. • উদ্দীপকের বিনকু ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের নগেন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

০ বহুদিন ধরে আমাদের সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারবশত মানুষ ভূত-প্রেত ও আত্মায় বিশ্বাস করে। ভূত বলে কিছু আছে আধুনিক বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষ তা বিশ্বাস করে না। তবে বিচার-বুন্ধির অভাবে অনেকেই তা বিশ্বাস করে।

০ উদ্দীপকে বিনকুর ভূতে বিশ্বাসের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বিনকু ভূত সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প-কাহিনি শুনে ভূতে বিশ্বাস শুরু করে। বিষয়টি সম্পর্কে সে তার যায়ের কাছে জানতে চায়। ভূতেরা মানুষের আলাপ শুনে মানুষকে রাতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘাড় মটকে দেওয়ার বিষয়কে আজগুবি কথা বলে মা বিনকুকে গুরুত্ব দেয় না। বিনকুর ছোট চাচাও ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে রহস্য করে কথা বলে। তাই দিনের বেলা পড়ার টেবিলে, শুলের মাঠে, পার্কে খেলার সময় বিনকু ভূতের চিন্তায় অস্থির থাকে। তার এই অস্থিরতা ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের নগেনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। নগেনও ভূতে বিশ্বাস করে। এ গল্লে নগেন মামার তৈলচিত্রের ক্ষেত্রে হাত দিয়ে বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাজ বলে মনে করে। সেও এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় অস্থির থাকে। তাই বলা যায় যে, ভূতে বিশ্বাসের দিক থেকে উদ্দীপকের বিনকু আলোচ্য গল্লের নগেনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. • “মিল থাকলেও উদ্দীপকের মূলভাব এবং ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের মূলভাব এক নয়।”— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ ভূত বলতে আসলে কিছুই নেই। এটা মানবমনের কঢ়না। কুসংস্কারবশত মানুষের মনে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস জন্মে। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ভূত-প্রেত ও আত্মায় বিশ্বাস করে না।

০ ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লে নগেন কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে ভূতে বিশ্বাস করেছে এবং ভীত হয়েছে। সে মামার তৈলচিত্রের ক্ষেত্রে হাত দিয়ে বিদ্যুতের শককে ভূতের কাজ বলে মনে করেছে। এ বিষয়টি উদ্দীপকের বিনকুর ভূতে বিশ্বাসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ বিনকুও ভূত সম্পর্কে গল্প-কাহিনি শুনে ভূতে বিশ্বাস করেছে। রাতের বেলা ভূতেরা মানুষের কথা শুনে রেখে ডোর রাতে তাদের ডেকে নিয়ে ঘাড় মটকে দেয় বলে সে বিশ্বাস করে। বিনকুর মা তা বিশ্বাস না করলেও বিনকুর চাচা তা নিয়ে রহস্যময় কথা বলে।

০ ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লে পরাশর ডাক্তার যুক্তি দিয়ে এবং পরীক্ষা করে নগেনের ভূতে বিশ্বাসের বিষয়টি ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন। নগেনও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। এমনটি উদ্দীপকের বিনকুর ক্ষেত্রে ঘটেনি। গল্লে নগেনের প্রতি মামার আচরণ এবং মামার প্রতি নগেনের অশ্রদ্ধার কারণ ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। এসব বিষয়ও উদ্দীপকে নেই। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৪ রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

- একজন লোক মেলায় লাল-সবুজ-হলুদ ইত্যাদি অনেক রঙের বেলুন বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত। বিক্রি কমে গেলে সে হিলিয়াম গ্যাসে ভর্তি বেলুন আকাশে উড়িয়ে দিত এবং এতে করে তার বিক্রি বেড়ে যেত। একদিন একটি বাচ্চা ছেলে জিজেস করল— ‘কালো রঙের বেলুনও কি আকাশে উড়বে?’ উত্তরে লোকটি বলল; ‘ভাই, রঙের জন্য বেলুন আকাশে ওড়ে না, ভেতরের গ্যাস বেলুনকে আকাশে ওড়ায়।’
 ১. একটু থেমে পরাশর ডাক্তার আবার কী বললেন?
 ২. ‘কপাল ভালো তড়িতাহত হয়ে থাণে মরতে হয়নি।’— উক্তিটি কেন করেছিলেন তা বর্ণনা কর।
 ৩. উদ্দীপকের ছেলেটির ‘কালো রঙের বেলুনও কি আকাশে উড়বে?’ উক্তিটি ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের কোন বিষয়কে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।
 ৪. “ভাই, রঙের জন্য বেলুন আকাশে ওড়ে না, ভেতরের গ্যাস বেলুনকে আকাশে ওড়ায়।”— উক্তিটি ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের মূলভাবকে প্রতিনিধিত্ব করে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

- ক. • একটু থেমে পরাশর ডাক্তার আবার বললেন— ‘ভূত বলে কিছুই নেই নগেন।’
 ১. • ‘কপাল ভালো তড়িতাহত হয়ে থাণে মরতে হয়নি।’— উক্তিটি পরাশর ডাক্তার করেছিলেন বিদ্যুতের শক লাগার কারণে।
 ০ ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের পরাশর ডাক্তার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গসম্পন্ন মানুষ। এ গল্লে নগেন মামার ছবি ধরে প্রচল্দ ধান্তা খাওয়ার বিষয়টি পরাশর ডাক্তারকে জানালে, তিনি তা পরীক্ষা করতে যান। তিনি রূপার ক্ষেত্রে বাঁধানো ছবিটিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করা মাত্র বৈদ্যুতিক শকে মেঝেতে বসে পড়েন। তারপর মিনিট পাঁচক চোখ বুজে বসে রইলেন এবং বুঝাতে পারলেন যে, তা ইলেকট্রিক শক। দিনের বেলায় মেইন সুইচ অফ করা থাকে। ক্ষেত্রে রূপার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। তাই তাতে স্পর্শ করলেও শক লাগে না। আবার সম্ম্যাংস পর বাড়ির সমস্ত আলো জ্বলে বলে সে সময় ছবিটা ছুলে কিছু হয় না। কারণ বিদ্যুৎ তামার তার দিয়ে প্রবাহিত হতে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু মাঝরাতে সব আলো নিডে যায়, তখন ছবিটা ছুলে শক লাগে। এ বিষয়টির কথা চিন্তা করে পরাশর ডাক্তার প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিলেন।
 ২. • উদ্দীপকের ছেলেটির ‘কালো রঙের বেলুনও কি আকাশে উড়বে?’ উক্তিটি ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের নগেনের ভ্রাতা ধারণাকে নির্দেশ করে।
 ৩. আমাদের সমাজে ভূত-প্রেত, আত্মা ইত্যাদি সম্পর্কে নানা কুসংস্কার প্রচলিত। মানুষ তাই খুব সহজেই অশরীরী শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আসলে ভূত-প্রেত, আত্মা বলতে কিছুই নেই।
 ০ উদ্দীপকের ছেলেটির একটি ভুল ধারণা এবং সেই ভুল সংশোধনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বেলুন আকাশে কেন ওড়ে তার প্রকৃত কারণ না জেনেই ছেলেটি বেলুন বিক্রেতাকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছে। এখানে ছেলেটির মধ্যে যে ভ্রাতা ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তা ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের নগেনের ভূতে বিশ্বাসের ভ্রাতা ধারণার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। নগেনও না বুঝে মামার ছবিতে ভূতের কারসাজি মনে করেছে। তারপর পরাশর ডাক্তার যখন ছবিটি রূপার ক্ষেত্রে বাঁধানোর কারণে বিদ্যুৎ প্রবাহের কথা বুঝিয়ে বলেছেন, তখন নগেনের ভুল ভেঙেছে। উদ্দীপকের বেলুন বিক্রেতাও ছেলেটিকে হিলিয়াম গ্যাস ভরে বেলুন উড়ানোর বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছেন। এভাবে উদ্দীপকের ছেলেটির ধারণা গল্লের নগেনের ভূতে বিশ্বাসের ধারণাকে নির্দেশ করেছে।

১. • “ভাই, রঙের জন্য বেলুন আকাশে ওড়ে না, ভেতরের গ্যাস বেলুনকে আকাশে ওড়ায়।”— উক্তি ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের মূলভাবকে প্রতিনিধিত্ব করে।

২. নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন প্রবাহিত হয়। সেসব ঘটনার কিছু মানুষ বুঝতে পারে আর কিছু বুঝতে পারে না। তবে অনুসন্ধান করে মানুষ নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

৩. উদ্দীপকে একজন বেলুন বিক্রেতা এবং বেলুন ওড়া নিয়ে একটি ছেলের ভাস্তু ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ছেলেটি বিক্রেতার কাছে জানতে চেয়েছে কালো রঙের বেলুন আকাশে ওড়ে কি না। কারণ সে জানে না যে বেলুনের ওড়াটা রঙের ওপর নির্ভর করে না। এ বিষয়টিই বিক্রেতা তাকে বুঝিয়ে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, বেলুনে হিলিয়াম গ্যাস ভরে উড়ালে যেকোনো রঙের বেলুনই আকাশে ওড়ে। উদ্দীপকের বাচ্চা ছেলেটির ভূল ধারণার বিষয়টি ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ গল্পেও নগেনের ভূতবিশ্বাসকে পরাশর ডাঙ্কার যুক্তি দিয়ে মিথ্যা প্রয়াণিত করেছেন।

৪. ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেন তার মামার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তেলচিত্রের ওপর হাত রাখতে গিয়ে বৈদ্যুতিক শককে ভূত ভেবে অনেক ভয় পেয়ে যায়। পরাশর ডাঙ্কার তাঁর বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টি ভাবেন এবং তেলচিত্রিকে নিজে পরীক্ষা করে বিদ্যুতের শকের বিষয়টি নগেনকে বুঝিয়ে দেন। উদ্দীপকের বাচ্চা ছেলেটিও বেলুন ওড়ার কারণ এবং নগেনও শক লাগার প্রকৃত কারণ জানতে পেরেছে। এভাবে উদ্দীপকের উক্তি ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের মূলভাবকে প্রতিনিধিত্ব করেছে।

প্রশ্ন ১৫ যশোর বোর্ড ২০১৭

রিমা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় পরীক্ষা খারাপ হবে এবং শূন্য পাবে এই আশঙ্কায় ডিম খেতে চায় না। তার শিক্ষিকা মা তাকে বোঝান ডিম খাওয়ার সাথে পরীক্ষায় শূন্য পাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। মায়ের কথায় রিমা ডিম খেয়ে পরীক্ষা দিতে যায় এবং পরীক্ষা ভালো হয়। এতে রিমার ভূল ভাঙে।

- | | |
|---|---|
| ক. পরাশর ডাঙ্কার কোথায় বসে চিঠি লিখেছিলেন? | ১ |
| খ. নগেন শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে লাগল কেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের রিমার সাথে ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেনের যে দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের রিমার মা আর ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের পরাশর ডাঙ্কার উভয়ই আধুনিক মানসিকতার অধিকারী— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। | ৪ |

৫নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

- ক. • পরাশর ডাঙ্কার নিজের প্রকাণ্ড লাইনেরিতে বসে চিঠি লিখেছিলেন।
 খ. • মামার প্রতি ভক্তি-ভালোবাসার ভান করে ঠকানোর অনুতাপ বেড়ে যাওয়ায় নগেন শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে লাগল।
 • মামা নগেনকেও তার ছেলেদের সমান টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন জেনে নগেন স্তুতি হয়ে যায়। মামার এমন উদারতায় পরলোকগত মামার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তিতে নগেনের মন ভরে যায়। অথচ এমন দেবতার মতো মানুষকে সারা জীবন ভক্তি-ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে তার দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ হয়। মামার শ্রান্দের দিন অনুতাপটা বেড়ে যাওয়ায় নগেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে লাগল।
 গ. • উদ্দীপকের রিমার সাথে ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেনের কুসংস্কার ও অনুবিশ্বাসের দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে।
 • মানুষের মাঝে বিরাজমান কুসংস্কার ও অনুবিশ্বাসের কারণে মানুষ অনেক সময় বিভ্রান্তির শিকার হয়। এক্ষেত্রে মানুষকে শিক্ষা, সচেতনতা ও বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পদক্ষেপ নিতে হয়। কারণ বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে কুসংস্কারের কোনো জায়গা নেই।

৫. ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। এজন্য সে মামার তেলচিত্রকে ভূত বলে ভেবেছে। পরবর্তী সময়ে পরাশর ডাঙ্কার বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির মাধ্যমে তার ভূল ভাঙে। সে পরে বুঝতে পারে বৈদ্যুতিক শককেই সে ভূত মনে করেছিল। উদ্দীপকের রিমা ছিল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় পরীক্ষা খারাপ হবে এবং শূন্য পাবে বলে রিমা ডিম খেতে চায়নি। মায়ের কথায় ডিম খেয়ে রিমা পরীক্ষা দিতে যায় এবং ভালো ফলাফল করায় তার ভূল ভাঙে। এভাবে কুসংস্কার ও অনুবিশ্বাসের দিক দিয়ে উদ্দীপকের রিমার সাথে ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেনের সাদৃশ্য রয়েছে।

৬. • উদ্দীপকের রিমার মা আর ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের পরাশর ডাঙ্কার উভয়ই আধুনিক মানসিকতার অধিকারী— উক্তি যথার্থ।

৭. মানুষের মাঝে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাচেতনার অভাবে মানুষ অন্ধকারে বসবাস করে। কুসংস্কার আর অন্ধকারাচ্ছন্মতার কারণে মানুষ ভূতে বিশ্বাস করে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এগুলো ভিত্তিহীন বিষয়।

৮. উদ্দীপকের রিমা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় ডিম খেতে চায় না। কারণ সে মনে করে ডিম খেলে তার পরীক্ষা খারাপ হবে ও শূন্য পাবে। কিন্তু রিমার শিক্ষিকা মা বুঝিয়ে রিমার মাঝে বিরাজমান কুসংস্কার দূর করেন। ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের নগেন তার মামার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তেলচিত্রের ওপর হাত রাখতে গিয়ে বৈদ্যুতিক শককে ভূত ভেবে অনেক ভয় পেয়ে যায়। পরাশর ডাঙ্কার তাঁর বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে থাকেন। শেষে বুঝতে পারলেন যে, তেলচিত্রটি রূপার ফ্রেমে আটকানো এবং তাতে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে বলে এরূপ ঘটেছে। বিষয়টি তিনি নগেনকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে নগেনের ভাস্তু ধারণা দূর হয়।

৯. • ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের পরাশর ডাঙ্কার আধুনিক মানসিকতার মানুষ। তেলচিত্রের ভূত বিষয়ে তার দেওয়া ব্যাখ্যা আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। উদ্দীপকের রিমার শিক্ষিকা মায়ের মাঝেও আধুনিক মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। তাই বলা যায়, প্রশ়োক্ত উক্তি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৬ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬

দরিদ্র কৃষক দবির মিয়া জড়িসে আক্রান্ত হলে ঝাড়-ফুকসহ নানা কবিরাজি চিকিৎসা নেয়। তার ধারণা এ রোগের জন্য ডাঙ্কারি কোনো ভালো চিকিৎসা নেই। দিনে দিনে তার শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়লে তার কলেজপড়ুয়া ছেলে সুমন তাকে শহরে নিয়ে ডাঙ্কারি চিকিৎসার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে। বাবাকে উদ্দেশ করে সুমন বলে, “তুমি এখনও সেকেলেরই রয়ে গেলে।”

- | | |
|--|---|
| ক. ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? | ১ |
| খ. “তুমি একটি আস্ত গর্দভ নগেন।”— উক্তিটির কারণ কী? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে দবির মিয়ার মানসিকতায় ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা কর। | ৩ |
| ঘ. “উদ্দীপকে সুমনের ভাবনা যেন ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পের পরাশর ডাঙ্কারের অনুরূপ।”— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৬নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

- ক. • ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্পটি ‘মৌচাক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
 খ. • ডাঙ্কার নগেনকে তার নির্বুদ্ধিতার জন্য আস্ত গর্দভ বলেছিলেন।
 • আমাদের সমাজে সচরাচর স্থূলবুদ্ধির লোককেই গর্দভ বলা হয়। নগেনকে পরাশর ডাঙ্কারের গর্দভ বলার কারণ, নগেন তার মামার তেলচিত্র ধরে ধাক্কা খাওয়ার কার্যকারণ অনুসন্ধান না করে তাকে কোনো অশরীরী আস্তার ধাক্কা বলে মনে করেছে। অথচ সেখানে ছবির সঙ্গে যে দুটি ইলেকট্রিক বার্ষ স্থাপন করা আছে, সেই তখ্য পরাশর ডাঙ্কারকে সে দেয়নি। এ কারণে ডাঙ্কার নগেনকে আস্ত গর্দভ বলেছে।

- গ.** • উদ্দীপকের দ্বির মিয়ার মানসিকতায় 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের যে দিকটি নির্দেশ করে তা হলো বিজ্ঞানসম্বন্ধির বিচারবৃন্দির অঙ্গতা ও কুসংস্কার।
- ভূত, প্রেত, অশৰীরী আত্মা ও দৈব শক্তিতে বিশ্বাস কুসংস্কারাঞ্চল মানুষরাই করে। তাদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে বাস্তবতা তারা বুঝতে পারে না। আর মানুষ শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবেই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে সহজে গ্রহণ করে।
- উদ্দীপকের দ্বির মিয়া একজন অসচেতন ও অশিক্ষিত মানুষ। তাই তার মধ্যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। ফলে সে জড়িসে আক্রান্ত হলে কবিরাজি ঝাড়ফুকে বিশ্বাস করে। এ রোগ যে ডাঙ্কারি চিকিৎসায় ভালো হতে পারে সেই জ্ঞান তার নেই। 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের মধ্যেও এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে। নগেনের ভূতে বিশ্বাস দ্বির মিয়ার কবিরাজে বিশ্বাসের মতোই। 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেন মামার ছবি টুয়ে শক খেয়ে ভূতের কারসাজি বলে মনে করে। অশৰীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই বলা যায় যে, দ্বির মিয়ার মানসিকতা নগেনের কুসংস্কারাঞ্চল মানসিকতাকেই নির্দেশ করে।
- ঘ.** • "উদ্দীপকের সুমনের ভাবনা যেন 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাঙ্কারের অনুরূপ"— মন্তব্যটি সত্য।
- বর্তমানে চারদিকে বিজ্ঞানের জয়জয়কার। জীবনের সব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানুষকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শেখায়। মানুষকে প্রচলিত কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে সুন্দরভাবে বাঁচতে শেখায়।
- 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাঙ্কার একজন বিজ্ঞানমনক ব্যক্তি। নগেন ভূতে বিশ্বাস করে কাহিল হয়ে পড়লে সে ডাঙ্কারের শরণাপন হয়। পরাশর ডাঙ্কার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞানসম্বন্ধ যুক্তি দিয়ে বিচার করে নগেনের ভূতে বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করেন। অন্যদিকে কলেজ পড়ুয়া সুমন কুসংস্কারাঞ্চল পিতাকে শহরে নিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলে। সে কবিরাজে বিশ্বাসী নয়।
- উদ্দীপকের সুমন আলোচ্য গল্পের পরাশর ডাঙ্কারের মতো বিজ্ঞানমনক। কবিরাজি, ঝাড়ফুক তার কাছে সেকেলে। সে বিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী। তাই আমরা বলতে পারি যে, "উদ্দীপকের সুমনের ভাবনা যেন 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাঙ্কারের অনুরূপ"— মন্তব্যটি সত্য।

প্রশ্ন ০৭ দিনাঞ্জপুর বোর্ড ২০১৭

- নববধূ রিতা সন্ধ্যায় ছাদে হাঁটতে গিয়ে হঠাতে অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার শাশুড়ি বলেন, বড়মাকে ভূতে ধরেছে। শিগগির কবিরাজের কাছে নিতে হবে। মায়ের এমন কথা মানতে না পেরে ছেলে সাজু বলে, 'না, দেখার ধারণা ভুল। রিতাকে ডাঙ্কারের কাছে নিতে হবে।'
- ক. লাইব্রেরির দেয়ালে কয়টি তেলচিত্র ছিল? ১
- খ. নগেনের অনুতাপ বেড়ে গেল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের রিতার শাশুড়ির মানসিকতায় 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের যে বিশেষ দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সাজু 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের শিক্ষণীয় দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে কি? উভয়ের সম্পর্কে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ২

- ক.** • লাইব্রেরির দেয়ালে তিনটি তেলচিত্র ছিল।
- খ.** • নগেনের মামার কথা ভেবে নগেনের অনুতাপ বেড়ে গেল।
- মামা বেঁচে থাকতে নগেন তাকে তেমন একটা শ্রম্ভা-সম্মান করত না। মনে মনে সে তাকে খুবই অপছন্দ করত। এমনকি মৃত্যুও কামনা করত। কিন্তু মামা মারা যাওয়ার পরে সে জানতে পারে যে, মামা তার ছেলেদের মতো তাকেও প্রায় একই সমান সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। মামা বেঁচে থাকতে মামার জন্য তার ভেতরে যে অশ্রম্ভা ছিল, মৃত্যুর পরে তাকে সম্পত্তি দিয়ে যাওয়ার কারণে মনে মনে তার অনুতাপ বেড়ে যেতে লাগল।

- গ.** • উদ্দীপকের রিতার শাশুড়ির মানসিকতায় 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের ভাস্তু ধারণার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

- আমাদের চারপাশে অনেক সময় অনেক ধরনের ঘটনা ঘটে, যেগুলোর কারণ আমরা প্রথমে বুঝতে পারি না। আর এই বুঝতে না পারার কারণে তৈরি হয় অনেক ভাস্তু ধারণা। তাই সব ঘটনা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাদুপর সিদ্ধান্তে আসা উচিত।

- উদ্দীপকে রিতার অজ্ঞান হওয়া নিয়ে তার শাশুড়ি ভাস্তু ধারণা পোষণ করেছেন। তিনি মনে করেছে রিতাকে ভূতে ধরেছে। 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পে নগেন তার মামার ছবিতে প্রণাম করতে গেলে ইলেক্ট্রিক শক থায়। কিন্তু সে মনে করে ছবির ভেতরে তার মামার আত্মা ভূত হয়ে আছে। এভাবে নগেনও ভাস্তু ধারণার শিকার হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রিতার শাশুড়ির মানসিকতায় 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের ভাস্তু ধারণার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

- ঘ.** • উদ্দীপকের সাজু 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের শিক্ষণীয় দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে।

- সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যা দিতে পারা আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। না হলো আমাদের জীবনে দেখা যায় অনেক সমস্যা ও বিপত্তি।

- উদ্দীপকে সাজু তার স্ত্রীর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার বিষয়ে ভাস্তু ধারণার শিকার না হয়ে সরাসরি চিকিৎসকের দ্বারা প্রমাণ হতে চেয়েছে। 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পে পরাশর ডাঙ্কার নগেনের ইলেক্ট্রিক শক খাওয়ার ঘটনায় ভাস্তু ধারণা পোষণ করেননি। বরং পর্যবেক্ষণ করে সঠিক তথ্য ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

- উদ্দীপকে সাজু তার স্ত্রীর অসুস্থতা নিয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পে পরাশর ডাঙ্কার নগেনের বিষয়ে যৌক্তিক মন্তব্য করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাজু 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের শিক্ষণীয় দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রশ্ন ০৮ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

এক গভীর চাঁদনী রাতে পাশের গ্রামের বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছিল নাদিম। বাড়ি ফিরতে একটা ছোট বিল পাড়ি দিতে হয় তাকে। বিলের মাঝখানে এসে দেখতে পায় কিছু দূরে একটি কলাগাছের ঝাড়ে সাদা কাপড় পরে এক নারী বারবার আঁচল নাড়ছে। প্রথমে নাদিম ভয় পেলেও পরে সাহস করে কাছে গিয়ে দেখল একটি শুকনো কলাপাতা চাঁদের আলোয় সাদা দেখাচ্ছে আর বাতাসে তার নড়াচড়া দেখে নারীর আঁচল নাড়নো মনে হচ্ছে, আঁচল রহস্য উদ্ঘাটন হওয়ায় নাদিম একাই কতক্ষণ হেসে নিল।

ক. উইল কী?

খ. "যেই ছবি টুয়েছি ডাঙ্কার কাকা, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল।"— কথাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের নাদিম ও 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের মানসিকতার পার্থক্য কোথায়? বর্ণনা দাও।

ঘ. 'সাহস ও অনুসন্ধিৎসু মনই দূর করতে পারে কুসংস্কার'— উদ্দীপক ও 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ৩

- ক.** • 'উইল' হচ্ছে— শেষ ইচ্ছাপত্র।

- খ.** • "যেই ছবি টুয়েছি ডাঙ্কার কাকা, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল।"— কথাটি নগেন পরাশর ডাঙ্কারকে বলেছিল।

- নগেন তার মামার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য তার মামার তেলচিত্রের কাছে যায়। কিন্তু তেলচিত্রে হাত স্পর্শ করার সাথে সাথেই সে বৈদ্যুতিক শক থায়। শক খেয়ে তার মনে হয় কে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিল। এতে নগেন ভীষণ ভয় পেয়ে যায়।

- গ.** • উদ্দীপকের নাদিম ও 'তেলচিত্রের ভূত' গল্লের নগেনের মানসিকতার পার্থক্য কুসংস্কারে বিশ্বাস করে ভূতে ডয় পাওয়ার দিক থেকে।
- প্রকৃত সত্য বা ঘটনার কারণ উদ্ঘাটনের জন্য চেষ্টা না করে যারা অযৌক্তিকভাবে কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা করে তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে এবং তাদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে ধারণা করে। সচেতন মানুষ তা করে না।
- উদ্দীপকে নাদিমের সচেতনতা, সাহস ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে চাঁদনি রাতে বিলের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার পথে নাদিম কলাপাতাকে সাদা কাপড় পরা নারী মনে করে প্রথমে ডয় পায়। পরে কাছে গিয়ে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করে ডয় ভূলে হেসে উঠেছে। উদ্দীপকের নাদিমের বাস্তববৃন্দি ও সাহসের এই বিষয়টি 'তেলচিত্রের ভূত' গল্লের নগেনের মানসিকতার সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ নগেন তার মামাকে শ্রম্ভা জানাতে গিয়ে তার ছবিতে হাত দিলে ইলেকট্রিক শক লাগে এবং এ বিষয়টিকে ভূতের কাজ বলে সে মনে করে। কিন্তু উদ্দীপকের নাদিম তা করে না। সে সাহস করে কাছে গিয়ে আবিষ্কার করে যে দূর থেকে যা দেখেছে তা সাদা কাপড় পরা কোনো নারী নয়, শুকনো কলাপাতা মাত্র, যা চাঁদের আলোয় সাদা কাপড় মনে হয়েছে। এখানেই উদ্দীপকের নাদিম ও 'তেলচিত্রের ভূত' গল্লের নগেনের মানসিকতার পার্থক্য লক্ষ করা যায়।
- ঘ.** • "সাহস ও অনুসন্ধিৎসু মনই দূর করতে পারে কুসংস্কার"— মন্তব্যটি যথার্থ
- কোনো ঘটনা বা বিষয়ের প্রকৃত সত্য যাচাই করতে হলে সে বিষয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কুসংস্কারে বিশ্বাস করে ডয় পেলে প্রকৃত ঘটনা জানা যায় না। তাই সচেতনভাবে কোনো বিষয় অনুসন্ধান করলে প্রকৃত সত্য জানা সহজ হয়।
- উদ্দীপকের নাদিম সাহসী ও সচেতন। প্রথমে ডয় পেলেও পরে সে কাছে গিয়ে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করেছে। চাঁদনি রাতে বিলের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় অদূরে শুকনো কলাপাতার বাতাসে দোল খাওয়াকে সাদা কাপড় পরা নারী মনে করে সে ভূল করেছিল। অন্যদিকে 'তেলচিত্রের ভূত' গল্লের নগেন অনুরূপভাবে তার ভূল বুঝতে পারেনি। সে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাণ্ড বলে মনে করেছে। সাহস ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে সে তা যাচাই করতে যায়নি। পরে পরাশর ডাক্তারের বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিতে নিজের ভূল বুঝতে পেরেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ যদি সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু হয় তাহলে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না।
- উদ্দীপকে নাদিমের অনুসন্ধিৎসা, সাহস ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে 'তেলচিত্রের ভূত' গল্লের নগেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ভীতু। পরাশর ডাক্তার তাকে প্রকৃত সত্য বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং তার তেলচিত্রে ভূতের ডয় দূর করে দিয়েছেন। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৯ চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল

মতিন একজন কৃষক। তার বড় মেয়ে জলি ডেঙ্গুজুরে আক্রান্ত হয়। মতিন কবিরাজের কাছ থেকে পানিপড়া এনে খাওয়ান এবং তাবিজ দরজায় ঝুলিয়ে রাখেন। বাড়ির সবাইকে সাবধান করে বলেন খোঁড়া কোনো প্রাণী দেখলে যেন তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তার ধারণা ডেঙ্গুজুর খোঁড়া প্রাণীর রূপ ধরে বাড়িতে আসে। কিন্তু মতিনের অন্তর্ম শ্রেণিতে পড়া ছেটে ছেলে জনি বাবার ধারণা ভূল প্রমাণ করতে তার বিজ্ঞান বইয়ে ডেঙ্গুজুরের বাহক এডিস মশার উদাহরণ দেয়।

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. নগেনের কথা বলার ভঙ্গি খাপছাড়া হয়ে গেছে কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের মতিনের ধারণাটি 'তেলচিত্রের ভূত' গল্লের যে দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর জনি পরাশর ডাক্তারের প্রতিনিধি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

- ক.** • মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

- খ.** • নগেনের কথা বলার ভঙ্গি খাপছাড়া হওয়ার কারণ সে ভীৰণ ডয় পেয়েছে।

- নগেনের মামা ছিল কৃপণ ব্রহ্মাবের লোক। কিন্তু মামা মারা যাওয়ার আগে নগেনকে অনেক টাকা উইল করে দিয়ে যান। বেঁচে থাকতে নগেন তার মামার থ্রতি শ্রম্ভা-ভঙ্গি না করায় আত্মাপ্লানিতে ভূগতে থাকে। এই আত্মাপ্লানি কমানোর জন্য সে মামার তেলচিত্র ধরে ক্ষমা চাইতে গেলে কীসে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। সে মনে করে তার মামার প্রেতাভ্যা তার সাথে এরকম করে। ফলে ডয় পাওয়ায় নগেনের কথা বলার ভঙ্গি খাপছাড়া হয়ে গেছে।

- গ.** • উদ্দীপকের মতিনের ধারণাটি 'তেলচিত্রের ভূত' গল্লের যে দিকটি ফুটিয়ে তুলেছে তা হলো— বিজ্ঞানসম্মত বিচারবৃন্দির অজ্ঞতা ও কুসংস্কার।

- ভূত-প্রেত বা দৈবশক্তিতে বিশ্বাস কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরাই করে। তাদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে তারা বাস্তবতা বুঝতে পারে না। শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসকে সহজে গ্রহণ করে।

- উদ্দীপকের মতিন একজন কৃষক, সে অসচেতন ও অশিক্ষিত মানুষ। তাই তার মধ্যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস আটেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। ফলে তার মেয়ে ডেঙ্গুজুরে আক্রান্ত হলে কবিরাজি ঝাড়-ফুঁক করে, পানিপড়া এনে খাওয়ায় এবং তাবিজ ঝুলিয়ে রাখে। তার ধারণা ডেঙ্গুজুর খোঁড়া প্রাণীর রূপ ধরে বাড়িতে আসে। 'তেলচিত্রের ভূত' গল্লের মধ্যেও এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে। নগেনের ভূতে বিশ্বাস মতিনের কবিরাজে বিশ্বাসের মতোই। সে মনে করে তেলচিত্রের ভূত তার মামার আভ্যা। অশরীরীর প্রতি এ বিশ্বাস তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতাকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের মতিনের ধারণাটি আলোচ্য গল্লের বিজ্ঞানসম্মত বিচারবৃন্দির অজ্ঞতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছে।

- ঘ.** • হ্যাঁ, আমি মনে করি জনি পরাশর ডাক্তারের প্রতিনিধি।

- কুসংস্কার মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। মানবজীবনে নানা রকম বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে। মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। বিজ্ঞানের জ্ঞানহীনতাই কুসংস্কারে বিশ্বাসের প্রধান কারণ।

- 'তেলচিত্রের ভূত' গল্লের পরাশর ডাক্তার একজন বিজ্ঞানমন্ত্র মানুষ। নগেন ভূতে বিশ্বাস করে কাহিল হয়ে পড়লে পরাশর ডাক্তারের কাছে যায়। পরাশর ডাক্তার তার সব কথা শুনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দিয়ে বিচার করে নগেনের ভূতে বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করেন। অন্যদিকে উদ্দীপকের জনি অন্তর্ম শ্রেণির ছাত্র। সে তার বাবার ধারণাকে ভূল প্রমাণ করে। সে তার বাবাকে বলে ডেঙ্গুজুরের জন্য খোঁড়া প্রাণী নয়, এডিস মশা এই জুরের বাহক।

- উদ্দীপকের জনি আলোচ্য গল্লের পরাশর ডাক্তারের মতো যুক্তিতে বিশ্বাসী মানুষ। তার কাছে ঝাড়-ফুঁক, কবিরাজি, তাবিজ-কবজ ইত্যাদি বিষয় সেকেলে। সে বিজ্ঞান ও আধুনিক চিকিৎসাচেতনায় বিশ্বাসী। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জনি বিজ্ঞানমন্ত্রতার দিক থেকে গল্লের পরাশর ডাক্তারের যোগ্য প্রতিনিধি।

প্রশ্ন ১০ সিলেট বোর্ড ২০১৯

অজপাড়া গাঁয়ের ছেলে সুবল জিভিসে আক্রান্ত হয়ে গ্রামের প্রচলিত টোটকা চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন জায়গা থেকে ঝাড়-ফুঁক ও অনুপান নেয়। তার ধারণা জিভিসের কোনো আধুনিক চিকিৎসা নেই। কিন্তু ইতোমধ্যে জিভিসের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সুবল আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া পাশের বাড়ির ছেলে অনিমেষে তাকে শহরে নেওয়ার অনুরোধ জানায়। ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সুচিকিৎসায় সুবল একসময় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

- ক. তৈলচিত্র কী? ১
 খ. “নগেন যেন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করে বসল, “আচ্ছা ডাঙ্কার কাকা, প্রেতাভ্যা আছে?”— কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্দীপকের সুবল ও ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের নগেনের সাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩
 ঘ. “উদ্দীপকের অনিমেষ যেন ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের পরাশর ডাঙ্কারের প্রতিচ্ছবি।”— মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

ক. ০ ‘তৈলচিত্র’ হলো তেলরঙে আঁকা ছবি।

খ. ০ মামার তৈলচিত্র সম্পর্শ করে ধাক্কা ব্যাওয়ার কারণে নগেনের মনে হয়েছিল তাকে কোনো অশরীরী আভ্যা ধাক্কা দিয়েছিল। তাই সে পরাশর ডাঙ্কারকে কথাটি জিজ্ঞাসা করে।

০ নগেনের মামার মৃত্যুর পর নগেন জানতে পারে তার মামা তার জন্য মোটা টাকা উইল করে গেছেন। এ কথা জানার পর নগেনের মনে অনুশোচনা জন্মে। কারণ মামা জীবিত থাকতে সে মামাকে শ্রম্ভা করেনি। মামাকে শ্রম্ভা জানাতে তাই সে মামার ছবি ছুঁয়ে প্রণাম করতে যায়। তার মনে হয় মামার অশরীরী আভ্যা তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। নগেন খুব ডয় পায় এবং এ সমস্যা সমাধানের জন্য সে পরাশর ডাঙ্কারের কাছে গিয়ে তার সমস্যার কথা খুলে বলে। একসময় সে মরিয়া হয়ে পরাশর ডাঙ্কারকে ভূত-প্রেতাভ্যাৰ অন্তিমেৰে কথা জিজ্ঞাসা করে।

গ. ০ কুসংস্কারাছন্ম মানসিকতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের সুবলের সঙ্গে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের নগেনের সাদৃশ্য রয়েছে।

০ ভূত, প্রেত, অশরীরী আভ্যা ও দৈবশক্তিকে বিশ্বাস কুসংস্কারাছন্ম মানুষরাই করে। তাদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে বাস্তবতা তারা বুঝতে পারে না। আর মানুষ শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবেই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে সহজে গ্রহণ করে।

০ উদ্দীপকের সুবল একজন অসচেতন ও অশিক্ষিত মানুষ। তাই তার মধ্যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। ফলে সে জড়িসে আক্রমণ হলে কবিরাজি ঝাড়-কুকে বিশ্বাস করে। এ রোগ যে ডাঙ্কারি চিকিৎসায় ভালো হতে পারে সেই জ্ঞান তার নেই। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের মধ্যেও এ বিষয়টি কুটে উঠেছে। নগেনের ভূতে বিশ্বাস সুবলের কবিরাজে বিশ্বাসের মতোই। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের নগেন মামার ছবি ছুঁয়ে শক খেয়ে ভূতের কারসাজি বলে মনে করে। অশরীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই বলা যায় যে, আলোচ্য গল্লের নগেনের কুসংস্কারাছন্ম মানসিকতার সঙ্গে উদ্দীপকের সুবলের মানসিকতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. ০ “উদ্দীপকের অনিমেষ যেন ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের পরাশর ডাঙ্কারের প্রতিচ্ছবি।”— মন্তব্যটি সত্য।

০ বর্তমানে চারদিকে বিজ্ঞানের জয়জয়কার। জীবনের সব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানুষকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শেখায়। মানুষকে প্রচলিত কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে সুন্দরভাবে বাঁচতে শেখায়।

০ ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের পরাশর ডাঙ্কার একজন বিজ্ঞানমনক ব্যক্তি। নগেন ভূতে বিশ্বাস করে কাহিল হয়ে পড়লে সে ডাঙ্কারের শরণাপন্ন হয়। পরাশর ডাঙ্কার ঘটনাম্বলে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞানসম্মত ব্যক্তি দিয়ে বিচার করে নগেনের ভূতে বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করেন। উদ্দীপকের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া অনিমেষ কুসংস্কারাছন্ম সুবলকে শহরে নিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলে। সে কবিরাজে বিশ্বাসী নয়।

০ উদ্দীপকের অনিমেষ আলোচ্য গল্লের পরাশর ডাঙ্কারের মতো বিজ্ঞানমনক। কবিরাজি, ঝাড়ফুক তার কাছে সেকেলে। সে বিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের অনিমেষ যেন ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের পরাশর ডাঙ্কারের প্রতিচ্ছবি। সুতরাং মন্তব্যটি সত্য।

ঐশ্বর্য ১১ বিষয় : কৃপণতা ও সুবিবেচনা।

হাশেম আলী প্রধানের দুই ভাইপো ছিল। মহেব আলী আর জওহর আলী প্রধান। কিন্তু ভাইপোদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হতো না। কিন্তু আবদার করতে এলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন। অবশ্য সুবিবেচক মানুষ ছিলেন তিনি। ভাইপোদের লেখাপড়ার জন্য বিস্তর খরচ করতেন।

[তথ্যসূত্র : প্রধান বাড়ির বৎস তালিকা— শওকত আলী]

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লটি কত সালে ‘মৌচাক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১

খ. নগেনের মনে দারুণ লজ্জা আর অনুত্তাপ জেগেছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের হাশেম আলী প্রধানের সঙ্গে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের কার মিল আছে? ৩

ঘ. “উদ্দীপকের বিষয়বস্তুই ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়।”— মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. ০ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লটি ১৯৪১ সালে ‘মৌচাক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

খ. ০ মামাকে সারা জীবন ভক্তি-শ্রম্ভাৰ ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে নগেনের মনে দারুণ লজ্জা আর অনুত্তাপ জেগেছিল।

০ নগেন তার মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে। তার মামা অনেক অর্থবিত্তের মালিক হলেও অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন। মামার কাছ থেকে খুব একটা মেহ-ভালোবাসা নগেন পায়নি। কিন্তু মারা যাওয়ার আগে মামা তার নিজের ছেলেদের থায় সমান টাকাকড়ি নগেনের জন্য উইল করে রেখে গেছেন। এটা জানার পর মামার প্রতি তার ভক্তি-শ্রম্ভাৰ বেড়ে যায়। সে মনে মনে লজ্জিত ও অনুত্পন্ন হয়। কারণ সারা জীবন মামাকে সে ভক্তি আৰ ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে।

গ. ০ উদ্দীপকের হাশেম আলী প্রধানের সঙ্গে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের নগেনের মামার মিল আছে।

০ মানুষ সাধারণত আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বাইরের চেহারা ও ব্যবহার দেখে মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ অনেক সময় কঠোর হৃদয়ের মাঝেও কোমলতা দেখা যায়। আবার কঠিন হৃদয়ের অধিকারীরাও বাইরে কোমল আচরণ করেন।

০ উদ্দীপকের হাশেম আলী প্রধান তার ভাইপোদের সঙ্গে বেশি কথা বলতেন না। তাদের দুচোখে দেখতে পারতেন না। কিন্তু আবদার করলে তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন। তবে তিনি সুবিবেচক ছিলেন। ভাইপোদের লেখাপড়ার জন্য অনেক খরচ করতেন। ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের নগেনের মামাও অত্যন্ত কৃপণ প্রকৃতির লোক। ফলে নগেন মামার কাছে অনেক কিছু চেয়েও পায়নি। অর্থে নগেনের মামা মৃত্যুর আগে নগেনের কথা চিন্তা করে তাকে মোটা ঝাড়-কুক উইল করে দিয়ে যান। তাই বলা যায় যে, সুবিবেচক হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের হাশেম আলী প্রধানের সঙ্গে আলোচ্য গল্লের নগেনের মামার মিল আছে।

ঘ. ০ “উদ্দীপকের বিষয়বস্তুই ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়।”— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ কুসংস্কার সমাজে ব্যাধির মতো। এটি সমাজে অন্ধকার ডেকে আনে এবং মানুষের গতিশীলতাকে রোধ করে। বর্তমানে চারদিকে বিজ্ঞানের জয়জয়কার। এখন জীবনের সব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছে বিজ্ঞান।

০ উদ্দীপকে মহেব আলী আৰ জওহর আলী প্রধানের বদরাগী চাচা হাশেম আলীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বদরাগী হলেও অত্যন্ত সুবিবেচক ব্যক্তি। তার এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের নগেনের মামার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায়। তবে এই বিষয়টি ছাড়াও ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লে নগেনের কুসংস্কারে বিশ্বাস, ভূতের ডয় পাওয়া এবং বিজ্ঞানের জয়, পরাশর ডাঙ্কারের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে।

০ উদ্দীপকে হাশেম আলীর চারিত্রের মধ্য দিয়ে ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্লের একটি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে এই গল্লের কুসংস্কার, ভূতের ডয় পাওয়া, পরাশর ডাঙ্কারের বিজ্ঞানমনক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ের কোনোটিই প্রকাশ পায়নি। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

- ১। এই বলিয়া চাষি আসিয়া আয়নার উপরে মুখ দিল। তখন তিনজনের চেহারাই দেখা গেল। তাহাদের কলরব শুনিয়া ও বাড়ির ছেট-বউ, সে বাড়ির মেজো-বউ আসিল, আরফানের মা, রহমানের বোন, আনোয়ারের নানী আসিল। যে আয়নার উপরে মুখ দেয়, তাহারি চেহারা আয়নায় দেখা যায়— এ তো বড় তেলেছমাতির কথা! শোন, শোন, এই কথা এ-গায়ে সে-গায়ে রঞ্জিয়া গেল। এ-দেশ হইতে ও-দেশ হইতে লোক ছুটিয়া আসিল সেই জাদুর তেলেছমাতি দেখিতে। তারপর ধীরে-ধীরে লোকে বুঝিতে পারিল, সেটা আয়না। [তথ্যসূত্র : আয়না— জসীমউদ্দীন] ১
 ক. নগেনের মামাতো ভাইয়ের নাম কী? ১
 খ. নগেন কেন তার মামার উদারতা কল্পনা করতে পারেনি? ২
 গ. উদ্দীপকটি ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্লের যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. সাদৃশ্য থাকলেও “উদ্দীপক এবং ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্লের মূল সুর এক নয়।”— মূল্যায়ন কর। ৪

- ২। ইকবাল তার দাদার কাছে ভৌতিক গল্ল শোনার আশায় যুমাতে যায়। কিছুক্ষণ পর সে চিন্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সবাই জানতে চায় কী হয়েছে? ইকবাল জানায় তার ঘরে কাপড়ের পুতুলটি রাতের অন্ধকারে তার দিকে হেঁটে এগিয়ে আসছিল। তার কথা শুনে সকলে তার ঘরের দিকে গিয়ে ঘরের লাইটটি জ্বালিয়ে দিল। ইকবাল দেখল পুতুলটি একটুও এগিয়ে আসেনি, আগের জায়গায়ই আছে।
 ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্লাটি কত সালে ‘মৌচাক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১
 খ. নগেনের মনে দারুণ লজ্জা আর অনুত্তপ্ত জেগেছিল কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের ইকবাল চরিত্রটির সাথে ‘তেলচিত্রের ভূত’ গল্লের নগেন চরিত্রটির মিল কোথায়?— ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. “একই ঘটনার শিকার হলেও প্রেক্ষাপট ও পরিণতির দিক থেকে ইকবাল ও নগেন সম্পূর্ণ ডিন”— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



টপিকের ধারায় প্রণীত



প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

- প্রশ্ন ১। নগেনের ঘূম আসছিল না কেন? [সি. বো. '১৮]
 উত্তর : মামাকে সারা জীবন ভক্তি আর ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে অনুত্পন্ন হওয়ায় নগেনের ঘূম আসছিল না।
- প্রশ্ন ২। ‘ভূত’ শব্দের অর্থ কী? [সি. বো. '১৬]
 উত্তর : ভূত শব্দের অর্থ হলো— প্রেতাত্মা।
- প্রশ্ন ৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সাল কত? [য. বো. '১৬]
 উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সাল ১৯৫৬।
- প্রশ্ন ৪। নগেনদের বাড়ির লাইব্রেরিটি কার আমলের? [চ. বো. '১৬]
 উত্তর : নগেনদের বাড়ির লাইব্রেরিটি নগেনের দাদামশায়ের আমলের।
- প্রশ্ন ৫। নগেনের মামার গায়ে কীসের পাঞ্জাবি ছিল? [ব. বো. '১৪]
 উত্তর : নগেনের মামার গায়ে মটকার পাঞ্জাবি ছিল।
- প্রশ্ন ৬। ‘মটকা’ শব্দের অর্থ কী? [গৱর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই কুল, ম্যামনসিংহ]
 উত্তর : ‘মটকা’ শব্দের অর্থ— রেশমের মোটা কাপড়।
- প্রশ্ন ৭। ‘উদ্ভ্রান্ত’ শব্দের অর্থ কী? [বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
 উত্তর : ‘উদ্ভ্রান্ত’ শব্দের অর্থ— বিহ্বল, দিশেহারা, হতঙ্গান।
- প্রশ্ন ৮। নগেন কোথায় থেকে কলেজে পড়ে?
 উত্তর : নগেন তার মামাবাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে।
- প্রশ্ন ৯। নগেনের মামা কী রকম লোক ছিলেন?
 উত্তর : নগেনের মামা কৃপণ লোক ছিলেন।
- প্রশ্ন ১০। নগেন তার মামাকে মনে মনে প্রায়ই কোথায় পাঠাত?
 উত্তর : নগেন তার মামাকে মনে মনে প্রায়ই যমের বাড়ি পাঠাত।
- প্রশ্ন ১১। নগেনের মামা শেষ সময়ে নগেনের জন্য কী করেছেন?
 উত্তর : নগেনের মামা শেষ সময়ে নগেনের নামে টাকা উইল করেছেন।
- প্রশ্ন ১২। পাগল সহজে কী টের পায় না?
 উত্তর : পাগল সহজে টের পায় না যে সে পাগল হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ১৩। নগেন মরিয়া হয়ে ডাক্তারকে কী জিজ্ঞেস করেছিল?

উত্তর : নগেন মরিয়া হয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল সত্যই প্রেতাত্মা আছে কি না।

প্রশ্ন ১৪। নগেনের কাহিনি কেমন ছিল?

উত্তর : নগেনের কাহিনি ছিল অবিশ্বাস্য আর চমকপ্রদ।

প্রশ্ন ১৫। নগেন কোনোদিনও কী কল্পনা করতে পারেনি?

উত্তর : কল্পনা করতে পারেনি মামার অকৃত্রিম উদারতা।

প্রশ্ন ১৬। নগেন তার মামাকে কীভাবে ঠকিয়েছিল?

উত্তর : নগেন তার মামাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছিল।

প্রশ্ন ১৭। নগেন তার মৃত মামাকে কীভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে চেয়েছিল?

উত্তর : নগেন তার মৃত মামার তেলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে চেয়েছিল।

প্রশ্ন ১৮। কী সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না?

উত্তর : লাইব্রেরি কী সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

প্রশ্ন ১৯। তেলচিত্রের ছবি তিনটি ছিল কার কার?

উত্তর : নগেনের দাদামশায়ের, দিদিমার আর মামার।

প্রশ্ন ২০। নগেন তার মামার ছবি ছুঁতেই তার কী হলো?

উত্তর : নগেন তার মামার ছবি ছুঁতেই কে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

প্রশ্ন ২১। নগেনের মামার কখন ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা নেই?

উত্তর : নগেনের মামার দিনের বেলায় ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

প্রশ্ন ২২। দেয়ালের ছবিতে নগেনের মামা কীভাবে দাঁড়িয়ে আছেন?

উত্তর : দেয়ালের ছবিতে নগেনের মামা মটকার পাঞ্জাবির উপর দায়িত্ব করে দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রশ্ন ২৩। নগেনের মামা তাকে কখন ধাক্কা দেয়?

উত্তর : অন্ধকারে ছবি স্পর্শ করলে নগেনের মামা তাকে ধাক্কা দেয়।

প্রশ্ন ২৪। তেলচিত্রের তেজ কখন বাড়ে?

উত্তর : তেলচিত্রের তেজ রাতে বাড়ে।



প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। পরেশকে বাবার উপযুক্ত ছেলে বলার কারণ বুঝিয়ে লেখ ॥ [য. বো. '১৬] **উত্তর :** পরেশকে বাবার উপযুক্ত ছেলে বলার কারণ সে বাবার মতো কৃপণ। তাই মিস্ট্রির পরসা বাঁচাতে নিজে তার বাবার ছবির সাথে দুটো ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করতে গিয়ে গড়গোল পাকিয়েছে।

নগেনের মামা বড়লোক হলেও কৃপণ ছিলেন। মামাতো ভাই পরেশও হয়েছে তেমন। পিতার রূপার ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো ছবির সাথে সে দুটি বাল্ব সংযুক্ত করে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে বলে কাজটা সে নিজেই করেছে। শুধু শুধু ইলেকট্রিক মিস্ট্রিকে পরসা দিতে চায়নি। কাঁচ হাতের কাজ হওয়ায় কাজটিতে ভূটি থেকে গেছে। সুযোগ পেয়ে বিদ্যুৎ রূপার ফ্রেমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মূলত পরেশ যে বাবার মতোই কৃপণ— এ কথা বোবাতেই পরেশকে বাবার উপযুক্ত ছেলে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ২। নগেন প্রায় তার মামাকে যমের বাড়ি পাঠাত কেন? [সি. বো. '১৬] **উত্তর :** নগেনের মামা ছিলেন খুব কৃপণ তাই নগেন তাকে প্রায়ই যমের বাড়ি পাঠাত।

নগেন তার মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। তার মামা ছিল অত্যন্ত কৃপণ, যার কারণে নগেন তাকে খুব একটা পছন্দ করত না। আবার মামার আদর-ভালোবাসাও সে খুব একটা পায়নি। তাই বাইরে মামাকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখালেও মনে মনে সে প্রায়ই তাকে যমের বাড়ি পাঠাত।

প্রশ্ন ৩। নগেন কেন ভেবেছিল সে পাগল হয়ে গেছে? [চ. বো. '১৬] **উত্তর :** অশরীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বিভাত হওয়ার কারণে নগেন ভেবেছিল সে পাগল হয়ে গেছে।

নগেন বাইরে মামাকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখালেও মনে মনে তাকে প্রায়ই যমের বাড়ি পাঠাত। কিন্তু মৃত্যুর আগে মামা তার নামে মোটা টাকা উইল করে দিয়ে যান। এ কারণে নগেন অনুভগ হয়ে রাতের বেলা লাইব্রেরিতে টাঙ্গানো মামার ছবির সামনে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা

করে। ছবিতে হাত দেওয়া মাত্র তার শরীর বনবন করে ওঠে, সে জ্ঞান হারায়। এভাবে বেশ কয়েকবার স্পর্শ করলে একই প্রতিক্রিয়া হলে সে ভাবে এটা তার মামার অশরীরী শক্তি। মামা তার ওপর রেগে রয়েছেন। সে বিভাত হয়ে পড়ে। তার শরীর ভেঙে পড়ে, চাউনি উদ্ভ্রান্তের মতো, কথা বলে খাপছাড়া, মুখে হাসি নেই। নগেনের মনে হয় সে পাগল হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ৪। মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করার কথা নগেনের মনে হলো কেন? [ব. বো. '১৫]

উত্তর : মামার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ও শ্রদ্ধায় মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করার কথা নগেনের মনে হলো।

মামা মারা যাওয়ার পর নগেন জানতে পারে যে, নিজের ছেলেদের সমান অর্থ তিনি নগেনের জন্য উইল করে রেখে গেছেন। নগেন বুঝতে পারে মামা বাইরে কঠোর ব্যবহার করলেও নগেনকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতেন। কিন্তু নগেন এতদিন তা বুঝতে না পেরে মামার প্রতি শ্রদ্ধার ভান করেছে। এখন বুঝতে পেরে মামার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করার কথা নগেনের মনে হলো।

প্রশ্ন ৫। নগেন তার মামাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধাভক্তি করেনি কেন?

[পারনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : নগেন তার মামার কাছ থেকে আদর-ভালোবাসা তেমন একটা পায়নি বলে মামাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করেনি।

নগেন তার মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়াশুনা করত। তার মামা অনেক বড়লোক ছিলেন। যথেষ্ট টাকা-পয়সা থাকার পরও নগেনের মামা ভীষণ কৃপণ ছিলেন। নগেন কখনো আদর পায়নি তার মামার কাছ থেকে। অনেকটা অনাদরেই সে মামার বাড়িতে থেকেছে। এ কারণেই নগেন বাইরে থেকে মামাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখালেও অন্তর থেকে কোনো দিনই মামাকে শ্রদ্ধাভক্তি করেনি।

অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান

কর্ম-অনুশীলন ৪০০ শব্দের মধ্যে মজা পাওয়ার মতো একটি ভূতের গল্প লেখ (একক কাজ)। ► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-২৯

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীরা গল্প লেখার ক্ষেত্রে আগ্রহী ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে।

কাজের নির্দেশনা :

১. প্রথমেই গল্প লেখার বিবেচ্য বিষয়গুলো জেনে নাও।
২. ভূতের গল্প কোন কোন বিষয়গুলোর নিয়ে এলে সেটি একটি মজার গল্প হবে সেগুলো বিবেচনায় নেবে।
৩. তোমার জানা কিংবা শোনা কোনো অলৌকিক কাহিনিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পার।

কাজের বর্ণনা : গ্রামের নাম নিতাইপুর। এই গ্রামে বহুদিন ধরে হিন্দুরা বাস করে। হিন্দুদের মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য কালীবাড়ি মোড়ে একটা শৃশান তৈরি করেছে। তাই গ্রামের মানুষ এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে অত্যন্ত ভয় পায়। মানুষের ধারণা, মৃত আজ্ঞা ভূতে পরিণত হয়। এ ভূত রাতের বেলায় মানুষকে ভয় দেখায়। তাই রাতের বেলায় কেউই নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া এ রাস্তা দিয়ে যেতে চায় না। রহিম এ গ্রামেই বড় হয়েছে। একদিন গঞ্জ থেকে বাড়ি ফিরতে তার বেশ রাত হয়ে গেল। আর তাদের বাড়ি আসতে হলে কালীবাড়ি মোড় পার হয়ে

আসতে হয়। রহিম একা, তার সঙ্গে অন্য কোনো মানুষ নেই। রহিম কালীবাড়ি মোড় থেকে একটু দূরে বসে চিন্তা করতে থাকে কী করবে, সে ভাবে আবার গঞ্জ ফিরে যাবে, নাকি কারও বাড়িতে রাত্রিযাপন করবে। এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তই স্থির করতে পারে না। অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নেয়, নাহ বাড়িই ফিরে যাব। রহিম মনে মনে ভাবে কালীবাড়ি মোড়ের শৃশানটা চোখে পড়ে এবং শৃশানের কাছে সাদা শাড়ি পরা কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সে জানত হিন্দু মহিলারা ভূত হয়ে সাদা শাড়ি পরে মানুষকে ভয় দেখায়। এ কথা মনে পড়ার পর রহিমের মনে ভয় আরও বেশি দানা বাঁধতে থাকে। সে চোখ বন্ধ করে এক দৌড় দিয়ে শৃশানের সামনে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। সকালে লোকজন এসে তাকে উন্ধার করে বাড়ি নিয়ে যায়। কবিরাজ আনা হয় রহিমের শরীর থেকে ভূত ছাড়ানোর জন্য। কবিরাজ তেল পড়া, পানি পড়া, সরিষা পড়া দিয়ে ভূত ছাড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই ভূত ছাড়াতে পারে না। তাই কেউ কেউ বলে নিরঞ্জনের মা রহিমকে আচরণ করেছে। কারণ ওই মহিলা জীবিত থাকতে অনেক খারাপ ছিল। অবশেষে ডাঙ্কার বাবু চিকিৎসা করে রহিমের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। জ্ঞান ফিরে এলে, ডাঙ্কার বাবু জিজ্ঞেস করেন, কী কারণে তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে? তখন রহিম বলে, শৃশানে ভূত দেখেছিলাম। ডাঙ্কার বাবু তখন বলে, কোন জ্যোগাটায়

তুমি ভূত দেখেছিলে সেই জায়গাটায় আমাকে নিয়ে চল। রহিম সেখানে গিয়ে দেখে যে জায়গায় সে ভূত দেখেছিল সেখানে একটা কলাগাছ জন্মেছে। এটাকেই সে ভূত মনে করে ভয় পেয়েছিল। কারণ রাতের অন্ধকারে গাছের সবুজ পাতার উপর হালকা জ্যোৎস্নার আলো পড়লে সাদার মতো দেখায়। ডাঙ্কার বাবু একথা বলার পর রহিম নিজের ভূলটা বুঝতে পারে।

কর্ম-অনুশীলন আমাদের সমাজে ভূত ছাড়াও অন্য কী কী কুসংস্কার আছে— সেগুলোর তালিকা করে ঢীকা দেখ (একক কাজ)। (যাত্রার সময় হাঁচি, যাত্রার সময় পেছন থেকে ডাকা, এক শালিক দেখা, খালি কলস দেখা, কাক ডাকা ইত্যাদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি উপস্থাপন)

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-29

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : আমাদের সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবে এবং এগুলো সম্পর্কে সচেতন হবে।

কাজের নির্দেশনা :

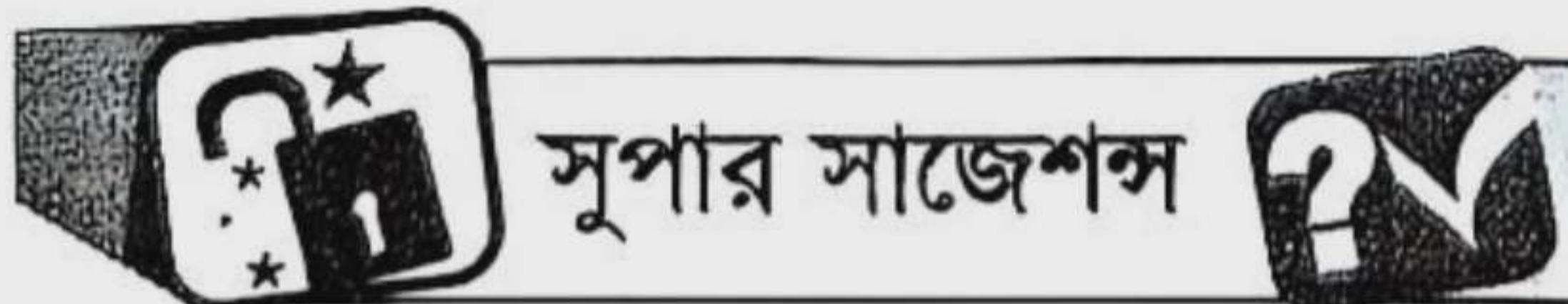
১. আমাদের সমাজে ভূত ছাড়া আর কী কী কুসংস্কার আছে প্রথমে নিজে মনে করার চেষ্টা কর।
২. সমাজে প্রচলিত এমন কুসংস্কারগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিংবা যুক্তি আছে কি না তা জানার চেষ্টা কর।
৩. এক্ষেত্রে তোমার আশপাশে থাকা বড়দের এবং শিক্ষকের সহযোগিতা নিতে পার।
৪. প্রচলিত কুসংস্কারগুলোর তালিকা তৈরি করে সেগুলোর বিরুদ্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি উপস্থাপন কর।

কাজের বর্ণনা : আমাদের সমাজে ভূত ছাড়াও অন্য যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে সেগুলো হলো—

শনিবারে পূর্ব দিকে না যাওয়া, যাত্রাকালে খালি কলস দেখা, অনুষ্ঠানের আগে খাবারের ভোগ দেওয়া, গভীর রাতে কুকুরের রোদন, কলেরা রোগ, কুঠ রোগ।

১. শনিবারে পূর্ব দিকে না যাওয়া— আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে শনিবারে পূর্ব দিকে যাওয়া যাবে না। গেলে অনিষ্ট হবে। কোনো শুভ কাজ করতে গেলে তা কৃতকার্য হবে না।

২. যাত্রাকালে খালি কলস দেখা— যাত্রাকালে খালি কলস দেখে বের হলে বুজি-রোজগার হয় না। শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়। তাই কেউ খালি কলস নিয়ে সামনে দিয়ে গেলে ওই দিন যাত্রা ভঙ্গ করে বাড়িতে থেকে যায়।
৩. অনুষ্ঠানের আগে খাবারের ভোগ দেওয়া— আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, কোনো অনুষ্ঠানের আগে খাবারের কিছু অংশ কোনো নির্জন স্থানে রেখে আসা হয়। উদ্দেশ্য ভূত-প্রেত, জিন-পরি এগুলো খাবে এবং এর ফলে অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হবে।
৪. গভীর রাতে কুকুরের একটানা ডাক— গভীর রাতে কুকুরের ডাকাডাকিকে রোদন মনে করা হয়। কুকুর রোদন করলে মনে করা হয় এলাকায় রোগ-বালাই আসছে অর্থাৎ এলাকায় বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় ঘটবে।
৫. কলেরা রোগ— কলেরা রোগকে ওলাবিবির কুফল বলে মনে করা হয়। আমাদের সমাজে কলেরা রোগ হলে কেউ ঘরের বাইরে বের হয় না। সুস্থ মানুষকে বাইরে বের হতে দেওয়া হয় না। কারণ ওলাবিবি যার ওপর ভর করবে সেই কলেরা রোগে আক্রান্ত হবে।
৬. কোথাও যাত্রাকালে হাঁচি— মানুষের ফুসফুসের ক্রিয়ার ফলে হাঁচি আসে। মানুষের হাঁচি দেওয়া একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। যেকোনো সময় হাঁচি আসতে পারে। তাই হাঁচিকে অশুভ ভাবার কোনো কারণ নেই। হাঁচির সঙ্গে শুভ বা অশুভের কোনো সম্পর্ক নেই।
৭. যাত্রাকালে পেছন থেকে ডাকা— যাত্রার সময় পেছন থেকে ডাকলে কোনো শক্তি হয় না, কিংবা যাত্রা ভঙ্গও হয় না। কারণ মানুষের প্রয়োজন হলে কাউকে পেছন থেকে ডাক দিতেই পারে। এর মধ্যে অমঙ্গলের কিছুই নেই।
৮. এক শালিক দেখা— এক শালিক দেখাকে অনেকেই অমঙ্গল মনে করে। শালিক পাখি কখনো কখনো দলচ্যুত হয়ে একা একা ঘুরে বেড়ায়। তাই শালিক পাখিকে একা দেখলে অমঙ্গলের সন্দাবনা নেই।
৯. কাক ডাকা— আমাদের সমাজে দাঁড়কাক ডাকলে মানুষ ভয় পায়। তাদের ধারণা এই বুঝি কোনো রোগ-শোক এলাকায় হানা দিচ্ছে। অথচ কাক পেটের ক্ষুধায় বা প্রতিবন্ধীকে পরাস্ত করার জন্য ডাকে। কাকের ডাকাডাকির মধ্যেই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কুটে ওঠে। তাই কাক ডাকার মধ্যে কোনো অমঙ্গল নেই।



সুপার সাজেশন্স

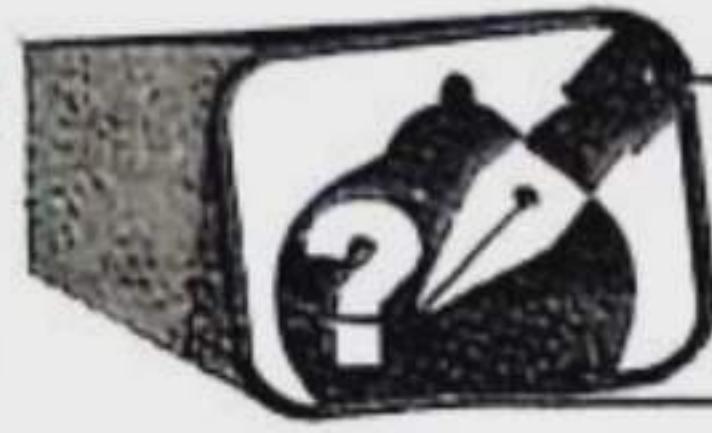
মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন্স

প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ গদাচিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। 100% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উভর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	৭★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৫★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তরের ভালোভাবে শিখে নাও।	
● সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪	৫, ৭, ১১
● জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৫, ৮, ১২	১০, ১৪, ১৮, ২২, ২৩
● অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩	৫

এক্সক্লুসিভ টিপস ► সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।



যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

ক্লাস টেস্ট

বাংলা প্রথম পত্র

অষ্টম শ্রেণি

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$1 \times 15 = 15$

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম ছারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. 'পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে'-
উক্তিটিকে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক) চিন্ময়া গ) যোগ্যতা ব) প্রশংসা ক) তিরক্ষার
২. নগেন কার বাড়িতে থেকে সেখাপড়া করত?
ক) মাসির ব) পিসির গ) মামার ক) দাদার
৩. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে প্রকাশ পেয়েছে নগেনের—
i. অভ্যন্তর
ii. বিচারবৃত্তিহীনতা
iii. কুসংস্কারাজ্ঞতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii ব) i ও iii গ) ii ও iii ক) i, ii ও iii
৪. উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিশু শৃঙ্খল ঘাট থেকে রাতে বাড়ি ফেরার পথে
সাদা কাপড় পরা কী একটা দাঁড়িয়ে ধাকতে দেখে
ভয়ে সেখানেই অভ্যন্তর হয়ে যায়। ডাঙ্কার তাকে
জ্ঞান ফেরানোর পর সাথে নিয়ে সেখানে পিয়ে
দেখে একটা কলা পাছে শুবকনো পাতা ঝুলছে যা
রাতের বেলা আলো পড়ে সাদা মনে হয়েছিল।
৫. উদ্দীপকের শিশু 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কোন
চরিত্রকে নির্দেশ করে?
ক) পরাশর ডাঙ্কার ব) পরেশ
গ) নগেন ব) নগেনের মামা

৫. উক্ত সাদৃশ্যের কারণ—
i. কুসংস্কারাজ্ঞতা
ii. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব
iii. শিক্ষার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii ব) i ও iii গ) ii ও iii ক) i, ii ও iii
৬. মানিক বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম সাল কোনটি?
ক) ১৯০৬ ব) ১৯০৮ গ) ১৯১০ ক) ১৯১২
৭. 'পদ্মানন্দীর মাঝি' উপন্যাসের লেখক কে?
ক) বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়
ব) মানিক বন্দোপাধ্যায়
গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঢ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮. চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে কে?
ক) নগেন ব) পরাশর গ) বামুন ক) ছোটন
৯. লাইক্রের আলমারিগলোর মূল্য কেমন?
ক) দামি গ) বেশি দামি ব) অরু দামি ক) দামশূন্য
১০. নগেন মামার কোন বিষয়টি কল্পনাও করেনি?
ক) কৃপণতা ব) অলসতা গ) উদারতা ক) হিংসা
১১. লাইক্রের সম্পর্কে কার বিশেষ মাধ্যব্যৱহা ছিল না?
ক) নগেনের ব) নগেনের মামির
গ) নগেনের ভায়ের গ) নগেনের মামার

১২. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে 'প্রেতাজ্ঞা' বলতে বোঝানো
হয়েছে—
ক) অম্ব অনুকরণ ব) দেহহীন আজ্ঞা
গ) কুসংস্কার গ) মৃত আজ্ঞা
১৩. পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে—
পরাশর ডাঙ্কারের এ কথায় রয়েছে—
i. উপহাস
ii. তাছিল
iii. প্রতিহিংসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii ব) i ও iii
গ) ii ও iii ক) i, ii ও iii
১৪. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে কয়টা চরিত্রের উল্লেখ
আছে?
ক) ২টা ব) ৩টা
গ) ৪টা ক) ৫টা
১৫. লাইক্রের সম্পর্কে কার বিশেষ মাধ্যব্যৱহা ছিল না?
ক) নগেনের ব) নগেনের মামির
গ) নগেনের ভায়ের গ) নগেনের মামার

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

$10 \times 2 = 20$

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

১. একজন লোক মেলায় শাল-সুবুজ-হৃদু ইত্যাদি অনেক রঙের বেলুন বিক্রি করে
জীবিকা নির্বাহ করত। বিক্রি করে গেলে সে হিলিয়াম গ্যাসে ভর্তি বেলুন
আকাশে উড়িয়ে দিত এবং এতে করে তার বিক্রি বেড়ে যেত। একদিন একটি
বাচ্চা হেলে জিজ্ঞেস করল— 'কালো রঙের বেলুনও কি আকাশে উড়বে?'
উত্তরে লোকটি বলল, 'ভাই, রঙের জন্য বেলুন আকাশে ওড়ে না, ভেতরের
গ্যাস বেলুনকে আকাশে ওড়ায়।'
ক. একটু ধোমে পরাশর ডাঙ্কার আবার কী বললেন?
খ. 'কপাল ভালো তড়িতাহত হয়ে প্রাণে মরতে হ্যানি।'— উক্তিটি কেন
করেছিলেন তা বর্ণনা কর।
গ. উদ্দীপকের ছেদেটির 'কালো রঙের বেলুনও কি আকাশে উড়বে?' উক্তিটি
'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কোন বিষয়কে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "ভাই, রঙের জন্য বেলুন আকাশে ওড়ে না, ভেতরের গ্যাস বেলুনকে
আকাশে ওড়ায়।"— উক্তিটি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের মূলভাবকে
প্রতিনিধিত্ব করে কি? তোমার উত্তরের সম্পর্কে যুক্তি দাও।
২. সদা বিবাহিত মনির সাহেব নতুন বাসায় উঠলে পাশের বাসার হাশেম সাহেব
বদলেন। "এ ঘরে ভূত আছে, রাতে নানান রকম শব্দ হয়, আপনি এ বাসায়
কাভাবে ধাকবেন?" এসব শুনে তিনি ভয় পেয়ে যান। রাতে ঘুমাতে গিয়ে জানতে
পারেন ওপরের তলায় নানা ব্যাসী তিনটি বাচ্চা গভীর রাত পর্যন্ত খেলাখুলায় ব্যস্ত
থাকে। এ শব্দগুলিকেই সবাই ভূত মনে করে ভয় পেত।
ক. কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্য পরেশ বাপের ছবিতে কী এনে ছেড়েছে?
খ. "মিথ্যা গুরু বানিয়ে তাকে শোনাবার ছেদে যে নগেন নয়"— ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের হাশেম সাহেবের সাথে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের ক্ষেত্রে
চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকের মনির সাহেব এবং 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর
ডাঙ্কার বিজ্ঞানমন্ত্র ব্যক্তি।"— বিশেষণ কর।

- ৩। আবদুল চাচা এই সময় বলে, এই বাড়ির কাচারিঘরে রাজাৰ একটি ঘৰি
রয়েছে, দেখবেন?
হ্যা, অবশ্যই।
কাচারিঘরের দিকে এগোয় অধি। দেয়ালে একটা বিৱাট তৈলচিত্র। একটু আগে
যে আইসক্রিম অলার সঙ্গে অধি কথা বলছিল হুবহু সেই চেহারা। শুধু ঘৰি
লোকটার পৰনে রাজকীয় পোশাক।
ক. মানিক বন্দোপাধ্যায় কোথায় শেষ নিখাস ত্যাগ করেন?
খ. নগেন মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে গেল কেন? বুঝিয়ে লেখ।
গ. উদ্দীপকের দেয়ালের তৈলচিত্রের সঙ্গে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কোন
বিষয়টির সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের সম্বন্ধ ভাব
ফুটিয়ে তুলতে পারেন।"— মন্তব্যটি বিচার কর।
- ৪। হাশেম আলী প্রধানের দুই ভাইগো ছিল। যদেব আলী আর জওহর আলী
প্রধান। কিন্তু ভাইগোদের সঙ্গে তাঁর কথাৰাতি হতো না। ভাইগোদের দুচোৰে
দেখতে পারতেন না। কিন্তু আবদুল করতে এসেই দুর দুর করে তাড়িয়ে
দিতেন। অবশ্য সুবিবেচক মানুষ ছিলেন তিনি। ভাইগোদের দেখাপড়ার জন্য
বিশ্ব খৰচ করতেন।
ক. মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পটি কত সাপে 'মৌচাক'
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
খ. নগেনের মনে দারুণ লঙ্ঘা আর অনুতাপ ঘোগ্যে ছেলে কেন?
গ. উদ্দীপকের হাশেম আলী প্রধানের সঙ্গে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কার
মিল আছে?
ঘ. "উদ্দীপকের বিষয়ক্ষেত্রে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের একমাত্র আলোচ্য
বিষয় নয়।"— মন্তব্যটি বিচার কর।

উত্তরমালা ► বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১ (১) ২ (৩) ৩ (৫) ৪ (৩) ৫ (৫) ৬ (৩) ৭ (৩) ৮ (৫) ৯ (৩) ১০ (৩) ১১ (৩) ১২ (৩) ১৩ (৫) ১৪ (৩) ১৫ (৩)

উত্তরমূল্য ► সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ► 68 পৃষ্ঠার ৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ২ ► 66 পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৩ ► 67 পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৪ ► 72 পৃষ্ঠার ১১ নং প্রশ্ন ও উত্তর